সত্যের সন্ধান

ও

অন্যান্য প্রবন্ধ।

"There lives more faith in honest doubt,
Believe me, than in half the creeds"
—Tennyson

ঢাকা ইষ্টবেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউসনের সহকারী শিক্ষক
শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
প্রণীত।

মূল্য—এক টাকা।

প্রকাশক—গ্রন্থকাব,

ইষ্টবেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউসন, ঢাকা।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স; ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
ঢাকা, ময়মনসিংহ।

(২) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৩) গ্রন্থকার।

উৎসর্গ।

দিদি।

তুমি জীবনে বড় দুঃখ কষ্ট পাইয়া অকালে আমাদের মায়া কাটাইয়া চিবতবে নিরুদ্দেশ হইয়াছ। কত দিন আমাদেব মধ্য কথা হইয়াছিল,—যে আগে মরিবে সে আসিয়া যে প্রকাবেই হউক অপবকে দেখা দিবে। তুমি, দাদা, সেন্তু—তোমবা আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, তাবপব কতকাল চলিয়া গেল, এক মুহূর্ত্তেব তবেও তো দিদি, একবাব আসিয়া দেখা দিলে না, তোমাব কথা বাখিলে না। দিদি, তুমি তো কখনো আমাব কাছে মিথ্যা কথা বল নাই, তবে কি তুমি বিলীন হইয়াছ? অগ্নিব ন্যায় নিবিয়া গিয়াছ? মৃত্যু কি তবে চিবনিদ্রা? তাহাতো ভাবিতে ইচ্ছা হয় না, ভাবিতে যে বড় কষ্ট হয়। তা হউক। দিদি, বুঝিয়াছি আমার সুখ দুঃখে এখন তোমাব কিছু আসে যায় না। তুমি এখন সুখ দুঃখেব অতীত, তুমি মৃত্যুব কোলে চিববিশ্রাম লাভ করিয়াছ। তবে তো দিদি, আমার আব কোনো দুঃখ নাই। তোমার যে সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে, ইহাই আমাব শান্তি।

তোমারই পুণ্য-স্মৃতিতে, তোমারই উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে উৎসর্গ করিলাম।

তোমাব স্নেহেব ভাই—

শ্রীযোগেশ।

ভূমিকা।

বন্ধুবর যোগেশবাবু কিছুতেই ছাড়িবেন না; তাই "সত্যের সন্ধান" আমারও মত নগণ্য লোকের লেখা ভূমিকা-সংযুক্ত হইয়া বাহির হইতেছে।

ছোট বই—মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটী প্রবন্ধের সমষ্টিমাত্র কিন্তু উপেক্ষার জিনিষ নয়। কবিতা ও উপন্যাসসর্ব্বস্ব বাঙ্গলাসাহিত্যে এই শ্রেণীর স্বাধীনচিন্তামূলক গ্রন্থের দর্শনলাভ আশ্চর্য্য ব্যাপার বিশেষ। সে কারণেও লেখক ধন্যবাদার্হ।

বর্ত্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগে, বাপ পিতামহের ধর্ম্মে আগের মত আস্থা রাখা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। বিশ্বাসই ছিল সে ধর্ম্মের ভিত্তি। সেই বিশ্বাসের মূল দিন দিনই ছিন্ন হইতেছে এবং পূর্ব্বকালের ধর্ম্ম ও দর্শন বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গে আর যেন খাপ খাইতেছে না; মূলজীবনের সহিত তাহাদের সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে। সংসারের অধিকাংশ লোকই "গতানুগতিকতারই" পক্ষপাতী; যা আছে তাই তাদের কাছে সুন্দর, শ্রেষ্ঠ, পরিবর্ত্তনের তারা কোনও দরকার বোধ করে না। প্রাচীন ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া তাহারা চলিয়াছে। কিন্তু মাঝে মাঝে দুচারিটী লোক এমনও দেখা যায়—সুখের বিষয় এঁদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে—যাঁরা নিজ ভাবে জ্ঞানের সাহায্যে জীবনরূপ ব্যাপারের উদ্দেশ্য বুঝিয়া চলিতে চান। গ্রন্থকার এই শ্রেণীর লোক। আজীবন তিনি এই চেষ্টা করিয়াছেন, নানাগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন—এখন "প্রৌঢ়ত্বের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন"; বিবাহ করেন নাই, তজ্জন্য

বোধ হয় অবসর ঘটিয়া উঠে নাই বা তাহার সাপক্ষে তিনি তেমন সম্যক্ কারণ খুঁজিয়া পান নাই। বাংলার মত জায়গায় যেখানে বিবাহ না করা একটা অলৌকিক ব্যাপার, এভাবে নিঃসঙ্গ অবস্থায় শুধু গ্রন্থচর্চ্চায় মগ্ন থাকিয়া জীবন কাটান—ইহাও একটী নিতান্ত আশ্চর্য্য আনন্দদায়ক বিষয় বলিয়া বোধ হইতেছে। "সত্যের সন্ধান" নামক এই ক্ষুদ্র বইখানিতে গ্রন্থকার সেই আদি সত্যেরই সন্ধানে বাহির হইয়াছেন—যাকে উপলব্ধি করিবার জন্য লোকে যুগে যুগে অস্থিরচিত্ত হইয়া ঘুরিতেছে।

আত্মা একটা কল্পনার বিষয়, ইহার সন্ধান কেহ পাইয়াছে কি? আমার দেহ মধ্যে নাকি ইহার স্থান, কিন্তু কৈ এ পর্য্যন্তত তাহার দেখা মিলিল না। ভগবানও এইরূপ—খুঁজিলে দূরেই সরিয়া যান। বিশ্বাস যে দিন গিয়াছে, সে দিন হইতে তিনিও গা-ঢাকা দিয়াছেন। মানুষ দুর্ব্বলচিত্ত—খোলা সত্যের মুখোমুখী—যেখানে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নাই—দাঁড়াইতে অনেকেরই সাহসে কুলায় না, ভগবানরূপ একটী আশ্রয়কে পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গিয়াছে। আদি-অন্তহীন আঁধারে ঢাকা ঘটনাশ্রেণীর মধ্যে নিরবলম্ব অবস্থায় দাঁড়াইতে তার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। তাই ভগবানরূপ কোটরের ভিতর চোখ বুজিয়া মাথা গুঁজিয়া বিনাবাক্য-ব্যয়ে সে কোন প্রকারে জীবনকাটাইয়া যায়। এই জন্যই দেখা যায়, তেমন বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক—তিনিও ধর্ম্ম ব্যাপারে নিতান্ত বালকের ন্যায় গোবর-গণেশটী। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তর্কের সময় তাঁরও যুক্তির আশা করা বৃথা।

এই ভারতবর্ষে পূর্ব্বাপরই এই সার সত্য খুঁজিয়া বাহির করিবার মহৎ প্রয়াস চলিয়া আসিয়াছে। বেদের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত কতভাবে না তত্ত্বটীকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। দর্শন ও ধর্ম্মের এতাদিন ধরিয়া এমন একাদিক্রমে আলোচনা পূর্ব্বাপর জগতে আর

কোথায়ও হয় নাই। এমন সর্ব্বধর্ম্মের সম্মিলনও আর কোথাও দেখা যায় নাই। এই ভারতবর্ষেই চার্ব্বাক নামে এক মহাপণ্ডিত দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি "আত্মা" ও "ব্রহ্মের" অস্তিত্বের প্রমাণ না পাইয়া নাস্তিকতাবাদ প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই সাধু তত্ত্বান্বেষীর দর্শনবাক্যে স্থান হইল না। সত্য কিন্তু মরিবার নয়। এতদিন পরে সেই নাস্তিকতাবাদই জড়বাদ (materialism), সংশয়বাদ (agnosticism) প্রভৃতি নামামূর্ত্তিতে কি এদেশে কি ইউরোপে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে এবং ক্রমে তাহার প্রতিপত্তিও বাড়িয়া চলিয়াছে। এক সময় ছিল, যখন ধর্ম্ম লোকের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের প্রধান অঙ্গ-স্বরূপ ছিল—এখন? ফরাসীদেশে ধর্ম্ম রাজশাসন হইতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, রুশিয়াতে তাহার সম্পূর্ণরূপে মূলোচ্ছেদ হইয়া নির্জ্জলা নাস্তিকতাবাদ প্রচার হইতেছে। ধর্ম্ম যে একটা প্রকাণ্ড কুসংস্কারের বোচ্‌কা, ওটাকে মাথার উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া হাল্‌কা হইয়া চলাই যে বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য, ইহা অনেকেই বুঝিতেছেন।

জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্বাসলোপের সঙ্গে সঙ্গে, সর্ব্বত্রই সংশয় দেখা দিয়াছে কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য সর্ব্বত্রই মনীষিগণ যুগপীড়ায় কাতর।

এখন কথা হইতেছে "কঃ পন্থাঃ?" সোজা কথায় প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মই অন্তঃসার শূন্য, সবগুলিকেই না ত্যাগ করিয়া উপায় নাই। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে বিজ্ঞান ভাঙ্গিতেছে যথেষ্ট কিন্তু তার জায়গায় নূতন কিছু মনোমত ধর্ম্মের আভাস দিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়াও তো চলা যায় না—সে যে আরো বিড়ম্বনা। বালকের মত হা ভগবান্! হা ভগবান্! করিয়া প্রার্থনা করা—সে অন্ধের অভিনয় শেষ হইয়াছে।

মানুষের শক্তি এ পর্য্যন্ত কি সব বৃথা প্রকাসে না ব্যয়িত হইয়াছে, আর কি সব লোক এবং লেখাই এ যাবৎ লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়াছে! তারা নিজেরাও কিছু বোঝে নাই, অথচ পরকেও বিপথে নিতে ক্রটী করে নাই। অথবা, এ যেন অন্ধের অন্ধকে চালাইবার চেষ্টা—দুজনেই ভ্রান্ত। এখনো কিন্তু তাহাদের প্রভাবই চলিয়াছে—এখনো ভগবান ও আত্মা বলিয়া কত কি বলা হইতেছে; কত ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত হইতেছে, ভগবানের প্রতি কাকুতি-মিনতিভরা কত সব কবিতা রচিত হইয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

"সত্যের সন্ধান" গ্রন্থে লেখক উপরোক্ত বিষয় সকল এবং বৈষম্যপূর্ণ যে সকল আচার নীতি সমাজে প্রচলিত আছে, তাহার সম্বন্ধে নানাকথার অবতারণা করিয়াছেন এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

গ্রন্থকার সত্যের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। 'নেতি, নেতি,' করিয়া তিনি সবই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, "ভগবানকে" খুঁজিয়া তিনি পান নাই, 'আত্মার'ও দর্শনলাভ ঘটিয়া উঠিল না। তাই তিনি হতাশ হইয়া পরসেবারূপ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তাঁহার নিজের কথায়, "মনে করিলাম, আর সত্যের সন্ধানে বৃথা শক্তি নষ্ট করিব না, যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিব পরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিব। এই আদর্শ মনে রাখিয়া কার্য্য করিলে কিছু শান্তি পাওয়া যায়, ইহাই বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম স্থির করিলাম।" কিন্তু কথা হইতেছে এমন জল মিশানো দুধে কোন কাজ হইবে কি? যাঁর চক্ষে জগতের আদি কারণ বলিয়া কোন জিনীস ধরা দিলনা—কোথা হ'তে, কেন, কোথা যাব—এ সকল প্রশ্নের উত্তর সারা জীবন যিনি চেষ্টা করিয়াও পাইলেন না—পরসেবাতেই তাঁর প্রাণ পূর্ণ সন্তোষ লাভ করিবে কি? এ-যে শতছিদ্র পাত্রে অমৃত সঞ্চয়ের চেষ্টা।

সাধারণ পাঠকের জন্য এ বই নয়। যাঁরা চিন্তাশীল—জীবনরূপ-ব্যাপার যাঁরা বুঝিতে ইচ্ছুক—তাঁদের অনুরোধ করিতেছি এই বইখানা পড়ুন, ক্ষুদ্র হইলেও ইহার ভিতর যে রত্নকণা ছড়াইয়া আছে তাহার সঙ্গে পরিচিত হইয়া নিশ্চয়ই অশেষ আনন্দ লাভ করিবেন।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত।
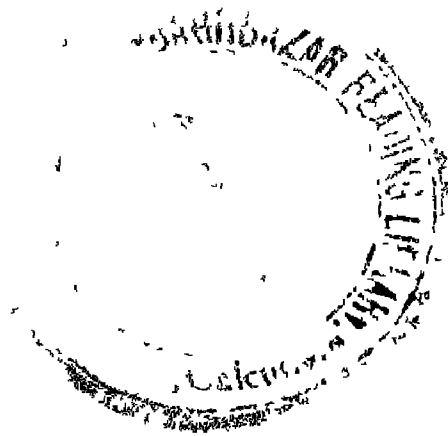
নিবেদন।

অবসর সময়ে যাহা চিন্তা করিতাম তাহা লিখিয়া রাখিতাম। সেই লেখাগুলি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি উহা স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইলাম। আমার লেখাগুলি সর্ব্বসাধারণে কিরূপভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা জানি না। আমার জীবনে যে সমস্যাগুলি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমার নিজের দিক দিয়া যেভাবে দেখিয়াছি ও সমাধানের চেষ্টা করিয়াছি আজ তাহা লইয়া পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইলাম। সকলে যে, আমার সহিত একমত হইবেন তাহা সম্ভবপর নহে, কেননা বৈচিত্র্যই জগৎ। প্রকৃত সত্য কি, তাহা জানি না, কোনো নূতন কথা বলিবার স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট সরল প্রাণে উপস্থিত করিলাম। যদি এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কাহারও চিন্তার ধারা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় তাহা হইলেই আমি আমার সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত, কলিকাতা ইউনিভারসিটিকমিশন কর্ত্তৃক উচ্চপ্রশংসাপ্রাপ্ত, "প্রহেলিকা," "জঞ্জাল" ও "জীবন" ইত্যাদি গ্রন্থপ্রণেতা মুনসেফ্ শ্রীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রকুমার দত্ত এম্ এ, বি, এল্ মহাশয় তাঁহার অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া আমার পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

নানা কারণে স্থানে স্থানে মুদ্রাকরপ্রমাদ রহিয়া গেল তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট মার্জ্জনা চাহিতেছি।

ইষ্টবেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউসন, ঢাকা।
২৫শে চৈত্র, ১৩৩০ সন। }

গ্রন্থকার।

সূচী।

বিষয় — পৃষ্ঠা

সত্যের সন্ধান।

নাস্তিকের প্রেম।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে শশাঙ্কশেখরের দেশ-হিতৈষণা প্রবৃত্তি বিশেষরূপে জাগিয়া উঠিল। সে গ্রামে ডিবেটীং ক্লাব খুলিয়া, সভা জমাইয়া, স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, জাতিবিচারের অনিষ্টকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করিত। যদি কেহ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিত, তাহা হইলে শশাঙ্কশেখর হার্‌বার্ট স্পেন্‌সার, মিল, হাক্সলি প্রভৃতি পণ্ডিতদের মত উদ্ধৃত করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিত।

শশাঙ্কশেখর কলেজে পড়া অবধি ধর্ম্মবিশ্বাসের ও কবিত্বের নিতান্ত বিরুদ্ধে ছিল। তাহার মতে অজ্ঞ ও দুর্ব্বল লোকেরাই ধর্ম্মবিশ্বাসী হয় এবং পিত্তপ্রধান হইলে ও যকৃতের ক্রিয়ার দোষ ঘটিলেই মানব-হৃদয়ে প্রেমরোগের আবির্ভাব হয় এবং যন্ত্রণায় হা-হুতাশ করে। এইসব রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে মধ্যে মধ্যে জোলাপ দিলেই মনের বিকার অবস্থা সারিয়া যায়।

শশাঙ্কশেখর কোনও দুঃখ প্রকাশের সময় হঠাৎ 'হা ঈশ্বর!' বলিয়া ফেলিলে যদি কেহ তাহাকে কপট নাস্তিক বলিয়া উপহাস

করিত, তখন সে বুঝাইয়া দিত যে, উহা মাত্র অভ্যাসদোষ এবং 'হা ঈশ্বর।' কথাটি সম্পূর্ণ অর্থবিহীন,—খেদপ্রকাশ মাত্র। শশাঙ্কশেখর বলিত চাকরী করাটা নিতান্তই গোলামী, উহাতে মনুষ্যত্ব লোপ পায়। শশাঙ্কশেখরের জ্যেষ্ঠ ভাই হেম বাবু বারাশতে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মোক্তার। তিনি শশাঙ্কশেখরের জন্য অনেকবার চাকরী যোগাড় করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু শশাঙ্ক চাকরী করিতে কিছুতেই সম্মত হইল না, অবশেষে জ্যেষ্ঠ ভাই বিরক্ত হইয়া শশাঙ্ককে পত্র লেখা একবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। শশাঙ্ক ইহাতে বড় মর্ম্মাহত হইল। এডুকেশন গেজেট দেখিয়া ত্রিপুরা জেলায় হরিপুর গ্রামে একটি মাইনর স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের পদের জন্য শশাঙ্ক আবেদন করিল এবং ঐ পদ প্রাপ্ত হইল। পূর্ব্ববঙ্গে যাইবার সময় শশাঙ্কশেখরের বৃদ্ধা মাতা কত কাঁদিলেন; মাকে প্রবোধ দিয়া শশাঙ্কশেখর কার্য্যস্থানে যাত্রা করিল। শশাঙ্কশেখর, যদি বিবাহ করে, তবে কিরূপ বিবাহ করিবে, এবিষয়ে কল্পনায় তাহার ভবিষ্যৎ পত্নী সম্বন্ধে একটা আদর্শ স্থির করিয়াছিল। তাহার পত্নীটি রূপসী হউক বা না হউক, বিদুষী (বিশেষতঃ লজিকে) এবং নাস্তিকভাবাপন্ন অবশ্য হওয়া চাই।

কুসংস্কারাপন্ন অল্পবয়স্কা মূর্খ গ্রাম্য বালিকা বিবাহ করিবার ভয়েই, বৃদ্ধা মাকে বিবাহ করিবে না বলিয়া, সে অনেকবার বলিয়াছিল। মাতা মনে করিলেন 'ছেলেরা প্রথম

ঐরূপ করিবেই, কোনও সুন্দরী মেয়ের সহিত ভাল করিয়া প্রস্তাব করিলেই ছেলে সন্তুষ্ট হইয়া বিবাহ করিবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া, বৃদ্ধা মাতা নিজেই অনেকটা উদ্যোগী হইয়া ন-পাড়ার হরিনাথ বসুর কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন এবং শশাঙ্কশেখরকে শীঘ্র বাড়ী আসিয়া বিবাহকার্য্য সমাধা করিতে, মাথার দিব্য দিয়া পত্র লিখিলেন। পত্র পাইয়াই শশাঙ্কশেখরের হৃদয়ে পূর্ব্বের ভীতিপ্রদ বিবাহকল্পনা বিশেষরূপে জাগিয়া উঠিল। শশাঙ্ক মাতার নিকট পত্র লিখিল,—"বিবাহ সাধারণতঃ দারিদ্র্য আনয়ন করে, পারিবারিক অশান্তি ঘটায় এবং বিবাহের পর পুত্র মাতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়। দারিদ্র্যই যত দোষের আকর। উহাতে নীচাশয় করে, নৈতিক সাহস হ্রাস পায়, উচ্চ চিন্তা মনে স্থান পায় না, সুতরাং বিবাহ আমার পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। পত্র পাইয়া বৃদ্ধা, পুত্রের বিবাহে অরুচি দেখিয়া মনে বড় কষ্ট পাইলেন এবং পুত্রের মাতৃভক্তির কথা মনে করিয়া আনন্দিতও হইলেন।

বৃদ্ধা জীবনের বাকি কএকটা দিন কাশীবাস করিবেন মনস্থ করিলেন। মাতা যাইবার সময়, জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া, মাতার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। মাতা অশ্রুসিক্তনয়নে বলিলেন,—"বাবা হেম, তোর পিতার মৃত্যুর পর অতি কষ্টে আমি তোদেরে মানুষ করিযাছি। আজ তুই বড় হইয়াছিস্, আমার শশাঙ্কের ভার তোর হাতে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়া সংসার ত্যাগ করিতেছি, দেখিও বাবা, আমার শশাঙ্কের

যেন কোনও কষ্ট না হয়। ও যখন ইচ্ছাকরিয়া বিবাহ করিতে চাহিবে, তখনই করাইও।” হেমচন্দ্র বলিলেন, “আচ্ছা মা, আমি উহাকে দেখিব, উহার কোনও কষ্ট হইবে না। আমাদের জন্য কোনও চিন্তা করিও না।” মাতা পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, সংসারের কোলাহল ছাড়িয়া, পবিত্র কাশীধামে যাত্রা করিলেন।

শশাঙ্কশেখর একদিন প্রত্যূষে দেখিতে পাইল, একটী বিধবা বেশধারিণী সুশ্রী নববিকসিতযৌবনা বালা সাজি ভরিয়া সম্মুখস্থ উদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতেছে, দেখিয়াই শশাঙ্কশেখরের মনে একটা গুরুতর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এতদিন পর যুক্তির কঠোর আবরণ ভেদ করিয়া ভাবের স্রোত ছুটিল। শশাঙ্কশেখরের মাথা ঘুরিয়া গেল। ধমনীতে বেগে রক্তপ্রবাহ বহিতে লাগিল। বালিকা ফুল তুলিতে তুলিতে সহসা শশাঙ্কশেখরের দিকে চাহিল। অমনি চারি চক্ষুর মিলন হইল। বালিকা লজ্জাবনত মুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটাইয়া বেগে শশাঙ্কশেখরের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। শশাঙ্কশেখর মুগ্ধনেত্রে নিশ্চল নিস্তব্ধ হইয়া একভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। শশাঙ্কশেখরের জীবনে এইবার প্রথম সৌন্দর্য্য বোধ ও ভাবরাজ্যে পদার্পণ হইল। শশাঙ্কশেখর অনেক বার অনেক বালিকা দেখিয়াছে, কিন্তু এবার এরূপ হইল কেন?

শশাঙ্কশেখরের প্রত্যেক বিষয়েই যুক্তিকরা একটা অভ্যাস ছিল। তাহার হঠাৎ এই ভাবান্তর হইবার কারণ কি এ বিষয়ে অনেক যুক্তি উদ্ঘাটন করিয়াও, কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিল না।

সে একটা গভীর আকুলতা অনুভব করিতে লাগিল। শশাঙ্কশেখর ভাবিতে লাগিল "হে আমার হৃদয়ের দেবতা! আমার জীবনের আলো, আমার সর্ব্বস্ব, আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার নিকট আর কিছু চাহি না। শুধু তোমায় আর একটি বার দেখিবার বাসনা। তুমি সুখী হও, কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি।" যে ভালবাসায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সেই ভালবাসা সে কার্য্যে কিরূপে প্রকাশ করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। উচ্চ দেবদারু বৃক্ষে কোকিল করুণস্বরে গাইতে লাগিল। শশাঙ্কশেখরের হৃদয়েও একটা কোমল অব্যক্ত বেদনা জাগরিত হইয়া উঠিল।

শশাঙ্কশেখরের আজ রাত্রিতে ভাল ঘুম হইল না। সে তন্দ্রায় কেবলই ঐ মূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিল। প্রত্যূষে উঠিয়া শশাঙ্কশেখর এক খণ্ড কাগজে বড় বড় অক্ষরে লিখিল—তুমি সত্য, তুমি শিব, তুমি সুন্দর। তুমি আমার সুখ-শান্তি, আশা-তৃষ্ণা। তুমি আমার বিদ্যা—আমার ঈশ্বর। আমি অন্য ঈশ্বর জানি না।

শশাঙ্কশেখরের মনে অন্য চিন্তা নাই। আজি সে উদ্ভ্রান্ত—উন্মত্ত। বিদেশে অনন্যোপায় হইয়া নিজেরই রন্ধন করিতে হইত। আজ তাহার কিছুই মনে নাই, কেবলই সেই চিন্তা। স্কুলে যাইতে হইবে, বারটার সময় হঠাৎ একথা মনে পড়িল। অমনি অভুক্ত অবস্থায় সে স্কুলে চলিয়া গেল। হুতাশে, উদ্বেগে তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

রমণী পরশমণি। প্রথম দর্শনেই শশাঙ্কশেখর আত্মহারা হইল—তাহার শুষ্কহৃদয়ে অমৃতসিঞ্চন হইল। প্রেম অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়কে আলোকিত করে, কঠিনকে দ্রবীভূত করে, নীরসকে মধুর করে। বালিকাকে দেখিয়া অবধি শশাঙ্কশেখরের অন্তরে একটা আনন্দ, একটা বেদনা, একটা বিস্ময়, একটা ব্যাকুলতা, যুগপৎ জাগিয়া উঠিল। বালিকাকে দেখিলেই শশাঙ্কশেখরের উন্নত মস্তক ভক্তিভরে তাহার নিকট অবনত হইত। শশাঙ্কশেখরের প্রেমে, লালসা নাই, ভক্তি আছে, আকাঙ্ক্ষা নাই, শ্রদ্ধা আছে; তাঁহাকে কেবল দূর হইতে দেখিয়াই তৃপ্ত হয়।

একদিন শশাঙ্কশেখর মনে করিল "কাল সাহস করিয়া বালিকাকে আমার মনের কথা জানাইব, শুধু বলিব যে, তোমাকে আমি বড় ভালবাসি।" "ইহাতে ত আমি নৈতিক দোষে দোষী নই?" বালিকা নিত্য যেরূপ প্রত্যূষে পুষ্পচয়ন করিতে আইসে, আজও সেইরূপ আসিল। বালিকা একটি গোলাপ তুলিবার জন্য উচ্চে হাত বাড়াইয়াছে. এমন সময় সহসা শশাঙ্কশেখরকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া বালিকা অপ্রতিভভাবে হাতটা তাড়াতাড়ি টানিয়া লইল। শশাঙ্কশেখর আসিয়াই কাতরস্বরে বলিতে লাগিল,—"সরলা, আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। তুমি সুন্দর, তুমি পবিত্র।" বালিকা কাঁপিয়া উঠিল, সরলা আজ সকাল সকাল বাড়ী ফিরিল।

শশাঙ্কশেখরের সেই কাতর প্রার্থনা মনে পড়ায়, দুঃখে ও লজ্জায়, সরলার অধর ওষ্ঠ কম্পিত হইল। ওদিকে

শশাঙ্কশেখর হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগ মুহূর্ত্তের তরে ঢালিয়া অত্যন্ত শান্তি অনুভব করিল।

পৃথিবীতে একপ্রকার ভালবাসা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্বার্থ-বিজড়িত, আর এক প্রকার ভালবাসা আছে তাহা সম্পূর্ণ স্বার্থ-শূন্য। প্রেমিক প্রেমপাত্রের জন্য যত অধিক আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে, ততই সুখী হয়।

স্বপাকভোজী আত্মীয়পরিজনহীন প্রবাসী শিক্ষকের দুঃখ ও অসুবিধার কথা মনে করিয়া, সরলা শশাঙ্কশেখরের জন্য বড় ব্যথিত হইত। সরলার ইচ্ছা হইত এই বিদেশী যুবকটিকে, স্বহস্তে রন্ধন করিয়া, দু'বেলা পরিতৃপ্তির সহিত আহার করায়—তাঁহার সমস্ত অসুবিধা নিজ হাতে দূর করিয়া আত্মাকে সুখী করে।

শশাঙ্কশেখর একদিন অপরাহ্নে শুনিতে পাইল, সরলার ওলাউঠা হইয়াছে। শুনিয়াই শশাঙ্কশেখরের সমস্ত হৃদয় বেদনায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সরলার বেদনাক্লিষ্ট মুখখানি এবং জ্যোতিহীন ম্লান চক্ষুদুটি তাহার কল্পনায় উদিত হইল। নিজের শারীরিক মানসিক সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়াও, সরলার পরিচর্য্যার জন্য শশাঙ্কশেখর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল দুঃখে শশাঙ্কশেখরের দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা বহিল শশাঙ্কশেখর উন্মত্তের ন্যায় সরলাদের বাড়ীর দিকে ছুটিল। কিছুক্ষণ বাড়ীর চারিদিকে ব্যাকুলভাবে ঘুরিয়া, প্রবেশাধিকারের কোনরূপ সঙ্গত কারণ না

পাইয়া, অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে স্বগৃহে আসিয়া বসিল। তখন শশাঙ্কশেখরের ইচ্ছাশক্তির (willforce) কথা মনে পড়িল। সে একাগ্রচিত্তে ভগবানের নিকট সরলার আরোগ্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু কাহারও অনুরোধ বা দীর্ঘনিঃশ্বাসে প্রকৃতির নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয় না। তাহার কঠোর নির্ম্মম নিয়মচক্র, অন্ধবেগে, আপনার নির্দ্দিষ্ট পথ, অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া, নিয়মিতরূপে আবর্ত্তন করিয়া আসিতেছে। যাহা হইবার, তাহাই হইল। আত্মীয়-স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, শশাঙ্ক-শেখরের হৃদয় বিদার্ণ করিয়া, রাত্রিতেই সরলা ইহলোক পরিত্যাগ করিল। সরলাদের বাড়ীর রোদনধ্বনি শশাঙ্কশেখরের কানে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার চারিদিকে পরিদৃশ্যমান জগৎ ছায়ার ন্যায় অস্পষ্ট হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে সে প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিতে লাগিল,—"সরলা ত চলিয়া গেল। কোথায় চলিয়া গেল, কেহ বলিতে পার কি ? সে এখন কোথায় ? কি অবস্থায় আছে ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন্ স্থানে তাহার অবস্থিতি ? —আর কোন কালেও ফিরিয়া আসিবে না, কত দিন আসিবে,—যাইবে, প্রকৃতি তেমনই অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে চলিবে। সবই আছে, কেবল সরলা নাই- -আর আসিবে না।" প্রেমাস্পদের বিয়োগে, সকলের যেরূপ হয়, শশাঙ্কশেখরেরও তাহাই হইল। সরলার মৃত্যুতে সে অশৌচ গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেই হইতে শশাঙ্কশেখর নিরামিষভোজী।

বৎসরের পর বৎসর নিয়মিতরূপে চলিয়া গেল। শশাঙ্ক-শেখর এখন স্কুলের কার্য্য সমাধা করিয়া, বাকি সময়, প্রতিদিন

নিযমিত রূপে বাত্রি দ্বিপ্রহব পর্য্যন্ত, বেদ-বেদান্ত ভাগবত প্রভৃতি পড়িত। আত্মাব অবিনশ্বরত্ব বিশ্বাস কবিযা, মানবজীবন ভ্রান্তি-ময় বুঝিতে পাবিযা অন্তবে বড শান্তি পাইল। ওযার্ডস্‌ওয়ার্থ এব গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, শান্ত ও উদাব কবিতা পড়িয়া তাহাব মনোমোহন ভাবে বিমুগ্ধ হইত। শশাঙ্কশেখর প্রকৃতিব সৌন্দর্য্যে, সবলার অস্তিত্ব অনুভব করিত। শশাঙ্ক, প্রতিদিন প্রাতে, গভীর ভক্তি-ভবে ভগবানেব নিকট হৃদযেব দ্বাব উন্মুক্ত কবিযা, সমস্ত আবেগ ঢালিযা সবলাব আত্মাব মঙ্গল কামনা করিত।

সবলাব একটি ছোট ভাই শশাঙ্কশেখরেব ছাত্র ছিল। তাহাকে শশাঙ্কশেখব বিশেষ স্নেহ কবিত ও যত্ন সহকাবে শিক্ষা দিত। তাহাব অর্দ্ধ উপার্জ্জন দবিদ্র ছাত্রদের জন্য ব্যযিত হইত।

শশাঙ্কশেখব মধ্যে মধ্যে গভীব দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিত,—

"Alas for love ! if thou wert all,
And naught, beyond, O earth !"—

যাহাকে ভালবাসি তাহাব মৃত্যু হইলে, যদি মনে এ বিশ্বাস না থাকিত যে, পব জগতে তাহাকে পাইব তাহা হইলে কত দুঃখেব বিষয় হইত।

আস্তিক ও নাস্তিক।

আস্তিক। আচ্ছা মাষ্টাব মহাশয়, আপনি বলেন ঈশ্বর নাই। ঈশ্বব যে নাই তাহার প্রমাণ কি ?

নাস্তিক। ঈশ্বব নাই আমি বলি না, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, ন্যায়বান্, প্রেমময পরমপুরুষ এই অর্থে যে কোন ঈশ্বব (Personal God) আছেন তাহা প্রমাণাভাবে বিশ্বাস করিতে পারি না। ঈশ্বর আছেন যদি বলেন, তবে সেই প্রমাণের ভাব আপনার উপর। যাহা যাহা আছে তাহাব প্রমাণ থাকে, যাহা নাই তাহা প্রমাণ করা যায না, "The negative cannot be proved."

আস্তিক। কি ? আপনি বলেন ঈশ্বব যে আছেন তাহাব কোন প্রমাণ নাই ? এই পৃথিবী কেমন নিয়মে ও শৃঙ্খলায চলিতেছে, চুলপ্রমাণ ব্যতিক্রম হইবাব সম্ভাবনা নাই। এই প্রকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, চারিদিকে কেমন সৌন্দর্য্য ও নিযম-শৃঙ্খলা। তবু আপনি বলেন, ঈশ্বর নাই ?

না। কোথায় নিযম শৃঙ্খলা ? এক সময চন্দ্রলোকে জীবেব বাসস্থান ছিল এখন জীবের চিহ্নও নাই, এক সময় পৃথিবী ছিল ভীষণ উত্তপ্ত বাষ্প-পিণ্ড, কোথায় ছিল তখন সৌন্দর্য্য আব নিযম-শৃঙ্খলা ? এক সময আসিবে যখন সূর্য্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইযা একটী প্রদীপে পরিণত হইবে "reduced to a lamp." বিসুবিযসের অগ্নির উদগামে যে দুইটী নগর ধ্বংস হইয়াছিল তাহাদের অধি-

বাসীরাও নিয়ম শৃঙ্খলায় বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। প্রকৃতিতে অনিয়ম নাই, যাহা ঘটে তাহাই প্রাকৃতিক নিয়মসিদ্ধ। প্রাকৃতিক নিয়ম অব্যর্থ, এই বিশ্বাসহেতু রূপকভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা হয়, প্রকৃত পক্ষে ইহার কোন law-maker নাই। আমিত দেখিতে পাই সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, উৎপীড়ন, খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধ।

আ। তিনি ধীরে ধীরে সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় তাঁহার সৃষ্টিকে সৌন্দর্য্যের ও পূর্ণতার দিকে বিকশিত করিতেছেন।

না। তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ বলা যায় না, তিনি এক পন্থা (process) অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন ইহাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্ত্বার পরিচয় পাওয়া যায় না, আর এই চিত্রটী তাঁহার না ফুটাইলেই ভাল হইত। কত বিনাশের পরে এই evolution—ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, 'Survival of the fittest" যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন আর অযোগ্যের বিনাশ, এই ত বিকাশের নিয়ম। ছলে, বলে, কৌশলে টেকাই যোগ্যতা। "Nature, red in tooth and claw."

তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বমঙ্গলময় অথচ তাঁহার সৃষ্ট কোটি কোটি নর-নারী অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, রোগে, শোকে, জর্জ্জরিত। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কী ভীষণ দৃশ্য। দুঃখ-পূর্ণ এই ক্ষণস্থায়ী জীবন, ইহার জন্য কি কঠোর সংগ্রাম। তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? আমাদের পরীক্ষা? তিনি সর্ব্বজ্ঞ, পরীক্ষার প্রয়োজন কি? তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইলে সর্ব্বমঙ্গলময় নহেন, অথবা,

সর্ব্বমঙ্গলময় হইলে সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন। সন্তান প্রসবকালে মাতার কি প্রাণান্ত যাতনা। প্রসব-কালে কত প্রসূতির প্রাণ নষ্ট হয; মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী অথচ মৃত্যু-যাতনা কী ভীষণ! কেন ভগবান জীবকে বৃথা এই কষ্ট দেন? এই দেহ-যন্ত্রটি সামান্য কারণেই বিকল হইয়া যায, ইহার নির্ম্মাণ-কৌশলের জন্য ভগবানকে প্রশংসা করিতে পারি না, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Helmholtz আমাদের চক্ষুর নির্ম্মাণ-কৌশলের ত্রুটি দেখাইয়া বলিযাছেন ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কৌশলে চক্ষু নির্ম্মিত হইলে ইহার দৃষ্টিশক্তি অনেক গুণ বাড়িযা যাইত। কোন দেশে নারীর সংখ্যা পুরুষের তিনগুণ, কোথায বা পুরুষের সংখ্যা নারীর তিনগুণ, ইহাতে কত বীভৎস পাপের সৃষ্টি হয: ইহাতে কি সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয? এই সকল দেখিযা শুনিয়া যে আপনারা কি প্রকারে দযাময ভগবানে বিশ্বাস করেন, ভাবিলে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হই। বোধ হয গতানুগতিক ভাবেই বিশ্বাস করাটা একটা temperament (স্বভাবগত) হইয়া গিয়াছে। ইহাই ত Slave-mentality (দাসমনোভাব)। ক্ষণকালের দুর্ব্বলতা জনিত পাপের ফল— অনন্ত নরক, অনন্ত জন্ম-মৃত্যু, রৌরবানল, এই সকল ভযাবহ চিত্র ভাবিলে কাহার না আতঙ্ক জন্মে? অন্ধ বিশ্বাসে কত সরলপ্রাণ নরনারী দুঃখে পড়িযা দয়াময় ভগবানকে ডাকে, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া ব্যাকুলভাবে কত কাতর প্রার্থনা করে কিন্তু তিনি সাড়া দেন কি? মস্‌জিদে প্রার্থনা করিবার সময ভূমিকম্পে চাপা পড়িযা

প্রার্থনাকারীর মৃত্যু ঘটে, ইহা দেখিয়াও কি আর দয়াময় ভগবানে আস্থা থাকিতে পারে?

আ। আমরা ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, নগণ্য কৃমিকীট, তাঁহার অনন্তজ্ঞানে যাহা প্রকৃত মঙ্গল তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে দোষ দিই। আমাদের জ্ঞান কতটুকু? কতটুকু আমরা দেখিতে পাই? কতটুকু বুঝিতে পারি? হয়ত পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে কোন প্রসূতি প্রসব-কালে মারা গিয়াছে। একজন অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, আর একজন সুস্থ ও সুন্দর হইয়া জন্মগ্রহণ করে এই পার্থক্যের কারণ কি? পূর্ব্বজন্মের পাপ ছাড়া এই পার্থক্যের আর কোন কারণ থাকিতে পারে না। ঈশ্বর ন্যায়বান, পাপীর দণ্ড তিনি দিবেনই। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ফল এত ক্ষুদ্র দেখিয়া আপনি কি বলিতে চান—ইহা ভগবানের অবিচার? বটের ফল যদি বৃক্ষের অনুরূপ প্রকাণ্ড হইত, তাহা হইলে পথশ্রান্ত পথিক কি বটের স্নিগ্ধ, শীতল ছায়ায় নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া বিশ্রাম উপভোগ করিতে পারিত? তাহার ভয় হইত,—পাছে ফল মাথায় পড়ে। তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্যে সন্দেহ করাও পাপ—In evil is His grandeur.

না। আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য, সত্য. তবে আমরা না বুঝিয়াই বা কেন তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, দয়াময় ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করি? আমরা সমাজবদ্ধ মানুষের গুণ কল্পনায় যথাসাধ্য বাড়াইয়া কাল্পনিক ভগবানে যুক্ত করি।

অমঙ্গল না থাকিলে মঙ্গল ও মঙ্গল না থাকিলে অমঙ্গল

থাকে কি? অন্ধকার না থাকিলে আলোর ধারণা হয় কি? সসীম হইযা অসীমকে ধারণা করা অসম্ভব, যাহাকে ধারণা করিতে পারা যায় তাহাই সসীম হইযা পড়ে; আপনি বলেন পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে প্রসূতি মারা যায়, স্ত্রীজাতির প্রতি কিছুমাত্র সম্মান থাকিলে এইরূপ বলিতে হয়ত ইতস্ততঃ করিতেন, এমন কি পাপ হইতে পারে যে প্রসবের সময় ভগবান পাপের দণ্ড স্বরূপ এইরূপ নিঃসহায় অবস্থায় প্রসূতির প্রাণবধ করিবেন? ব্যাধও প্রসবকালে কোন প্রাণী শিকার করে না। ইতর প্রাণীও প্রসবকালে কখন কখন মারা যায়, তাহারও কি পূর্ব্বজন্মে পাপ ছিল? পশু উদ্ভিদাদির মধ্যে বৈষম্য দেখিতে পাই কেন? যে প্রাকৃতিক কারণে ইহাদের মধ্যে বৈষম্য ঘটে, মানুষের মধ্যে সেই কারণেই একজন সুস্থ ও অপরে অন্ধ হয়। ন্যায় বিচারের কথা বলেন? ন্যায়-বিচারে দুইটী উদ্দেশ্য থাকে—প্রথম উদ্দেশ্য, পাপীকে ও সমাজকে শিক্ষা দেওয়া যে, এই কার্য্যের এই ফল। পাপের গুরুত্বের উপর দণ্ডের গুরুত্ব নির্ভর করে। এস্থলে কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইযাছে? প্রতিহিংসা-বৃত্তি পরিতৃপ্ত করিবার জন্য শাস্তি দেওয়া বর্ব্বরতার পরিচায়ক। পূর্ব্বজন্ম যে আছে তাহার প্রমাণ কি? পূর্ব্বজন্ম কাহার হইবে, পরমাত্মার না জীবাত্মার? "পরমাত্মা বিকারহীন, সত্য, নিত্য পদার্থ; সুতরাং জন্ম-মৃত্যুর অতীত, বেদান্ত মতে একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম, অবিদ্যা (মায়া) ব্রহ্মকে আশ্রয় করিলে ব্রহ্মই জীবভাবাপন্ন হয়, জীব বলিয়া স্বতন্ত্র কিছুই নাই।"

অতএব জীবাত্মারও পুনর্জন্ম হইতে পারে না, হয়ত কল্পনার জোরে বলিবেন, লিঙ্গ শরীরের পুনর্জন্ম হয়। স্মৃতির যোগ না থাকিলে ব্যক্তিত্বের একত্ব অর্থহীন, ভিত্তিহীন। তারপর সেই ভাবী শিশু কি পাপ করিয়াছিল? প্রসূতির শারীরিক অপূর্ণতা বশতঃ প্রসূতি ও সন্তান দুই জনেই নিষ্ঠুরভাবে বিনষ্ট হইল। এই ত ঈশ্বরের সৃষ্টি-কৌশল। এই সকলের পশ্চাতে কি প্রকৃত মঙ্গল থাকিতে পারে? অপরাধী ব্যক্তি সমাজের অনিষ্ট করে, সত্য, কিন্তু সমাজই অপরাধী তৈয়ার করে "He is either a criminal born, or a criminal made."

আমার একটী বন্ধু একটী গর্ভিণী বাঘিনী শিকার করিয়া আনিয়াছিলেন, ইহার পেটে গুলিবিদ্ধ ছানাগুলাকে দেখিয়া আমার স্ত্রী কত দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন। কোন সভ্য গভর্ণমেণ্ট অতি নিষ্ঠুর হত্যাকারীকেও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলে যত কম কষ্ট দিয়া অপরাধীর প্রাণ লইতে পারা যায় সেই জন্য ফাঁসী guillotine ও electric batteryর ব্যবস্থা করিয়াছেন। "God punishes helplessness and poverty"—ঈশ্বর দুর্ব্বল ও দরিদ্রকে শাস্তি দেন। প্রবল তাঁহাকে মানিয়া চলে কোথায়? ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। তিনি ত জানেন যে স্বাধীন-ইচ্ছা সত্ত্বেও দুর্ব্বল মানব প্রবলতর রিপুর উত্তেজনায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পাপে পতিত হইবে। তিনি জানিয়াও ইহার প্রতিকার করিলেন না কেন?—"His created beings will suffer and He will enjoy the fun of seeing it Is

it His intention ?" তিনি মজা দেখিতেছেন, তাঁহার লীলা ? বটের ফল ক্ষুদ্র, ইহাতে ভগবানের কোনো মহৎ উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয় না। তাঁহার ঐরূপ মহৎ উদ্দেশ্য থাকিলে দুর্ভিক্ষে এত মানুষ মরে কেন ? আপনি সুখে আছেন, সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, আপনি তাঁহার অসীম দয়ায় বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু যিনি হতভাগ্য, চিরদুঃখী, তিনি কি জন্য তাঁহাকে অসীম দয়াময় বলিবেন ? এমন কি পাপ আছে যাহার জন্য মানুষকে অনাহারে মারিবার ব্যবস্থা হইতে পারে ? যুদ্ধে কোনো গভর্ণমেণ্ট ত শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদিগকে বন্দী করিয়া অনাহারে মারেন নাই, বরং আহত বন্দীদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। কত শিশু জন্মিয়া মার বুকের দুধটুকুও খাইতে না পাইয়া মারা যায়,—প্রসূতির স্তনের দুধ হয় শুকাইয়া যায় বা বিষাক্ত হইয়া উঠে, উহা দুগ্ধপোষ্য শিশুরপক্ষে মারাত্মক। আমাদের একটা কুকুরী একবারে এতগুলো ছানা প্রসব করিয়াছিল যে সবগুলো ছানার দুধ সে যোগাইতে পারিত না, শেষে কয়েকটা ছানা না খাইয়া না খাইয়াই মরিয়া গেল। মানব সমাজেও কি এইরূপ হৃদয় বিদারক দৃশ্য প্রতিনিয়ত দেখিতে পাই না ? এসব কি পরমকারুণিক পরমেশ্বরের সৃষ্টি বলিতে চান ? এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ? কি grandeur (মহত্ত্ব) ইহাতে আছে ? যদি কোনো গভর্ণমেণ্ট এইরূপ দায়িত্বজ্ঞান শূন্য হয় তবে তাহাতে grandeur দেখিতে পাইবেন কি ? হয় বলুন,—তিনি নিষ্ক্রিয় ও

নির্গুণ, (Impersonal) ভাল-মন্দের অতীত, না হয় বলুন,—ভগবান কাহারও পক্ষে সদয় কাহারও বা পক্ষে নির্দ্দয়। আপনি বলিতেছেন, সন্দেহ করাও পাপ। বুদ্ধি বৃত্তির চালনা করিলে যদি পাপ হয় তবে পুণ্য হইবে কিসে? নিজের সত্য নিজে খুঁজিয়া বাছিয়া লইতে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে, ইহাই ত কর্ত্তব্য, ইহাতেই মানব জীবনের সার্থকতা। আপনার যদি বিশ্বাস করিবার অধিকার থাকে আমারও তবে সন্দেহ করিবার অধিকার আছে। আপনি যে অধিকার পাইয়াছেন অপরকে সেই অধিকার দিতে কুণ্ঠিত হন কেন?

আ। যদি মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকে তবে লোকে পাপকার্য্য করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না, সমাজ ধ্বংস হইবে।

না। যে প্রকারের ঈশ্বর বিশ্বাস দেখিতে পাই তাহাতে বোধ হয় না যে ঈশ্বরের ভয়ে, ধর্ম্মজ্ঞানে মানুষ, পাপ হইতে বিরত হইয়াছে। প্রকৃত পাপ কি তাহা কোন ধর্ম্মশাস্ত্র নির্দ্দেশ করে নাই। Imperialism, Capitalism. Industrialism, বিলাসিতা, অলসতা, পররাজ্যলোভে যুদ্ধ, অযোগ্যের সন্তান-উৎপাদন, এই সকল পাপ ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে। Heathen, Pagan, কাফের, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি শব্দ পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিচায়ক। কত অমানুষিক অত্যাচার ধর্ম্মের নামে হইয়াছে ও হইতেছে। untouchability (অস্পৃশ্যতা) ও নাকি আপনাদের ধর্ম্মের একটী অঙ্গ? সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, ধনের ও

শক্তির পূজা। নির্ধনের পক্ষে ধার্ম্মিক হওয়া সহজ নহে। এই সব ভাবিলে সত্যই মনে হয় ইহা যেন শয়তানের সৃষ্টি (Devil's creation) "We can forgive God only because He does not exist" আপনি বলিতেছেন ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলে লোকে অকাতরে পাপ করিবে, সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে, কিন্তু আমার মনে হয়, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অভাব পাপের মূল কারণ। দুর্ব্বল জাতি ও দুর্ব্বল ব্যক্তি একটা আশ্রয়, একটা সান্ত্বনা পাইবার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। লোকে সাধারণতঃ সমাজের নিন্দার ভয়ে, শাসনের ভয়ে, আইনের ভয়ে পাপ হইতে বিরত থাকে, বিবেকের ভয়ে নহে। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষায় বিবেক ও বিভিন্ন হয়, সকলের বিবেক এক নহে।

পরকালের ভয়ে, ঈশ্বরের ভয়ে কয়জন পাপ হইতে বিরত থাকে? কয়জন মনে প্রাণে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে? বৌদ্ধধর্ম্ম ঈশ্বর নিরপেক্ষ, ইহাতে কোন অবিনাশী আত্মার স্থান নাই, কুবাসনার বিনাশ ও চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ইহ-জীবনেই "নির্ব্বাণ" লাভ হয়। "Self is but a heap of composite qualities, there is no Personal Creator, neither the Personal God nor the Absolute. According to Buddha's view, Nirvan can be attained and enjoyed in this life and in this life only"—Buddhism by T. W. Rhys Davids.

বৌদ্ধের লক্ষ্য "নির্ব্বাণ।" "নির্ব্বাণ" লাভ হইলে পুনর্জন্ম হয় না। বৌদ্ধমতে মৃত্যুর পর ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়,

ইহাই বুদ্ধের শূন্যবাদ। বৌদ্ধধর্ম্ম স্বর্গের লোভ বা নরকের ভয় দেখায় না। বুদ্ধদেব যে নীতি-ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা কোথায়? পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধ, মৃত্যুর পর বিলুপ্ত হইয়া যাইবে সেই জন্য বৌদ্ধের মনে আতঙ্কের উদ্রেক হয় না। বৌদ্ধজাতি কি ধ্বংসের দিকে গিয়াছে? বর্ত্তমানে বলশেভিক রুশিয়া ঈশ্বরকে বাদ দিয়া উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইতেছে। Religion (ধর্ম্মমত) সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। যাঁহারা স্বর্গলাভের আশায় বা নরকের ভয়ে পাপ হইতে বিরত থাকে, তাঁহাদের ধর্ম্মের ও নীতির বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না, কোন ন্যায়বান ভগবান থাকিলে তাঁহাদিগকে স্বর্গে স্থান দিয়া সরল বিশ্বাসের জন্য কোন চরিত্রবান নাস্তিককে নরকে পাঠাইবেন না, ইহা নিশ্চয়,—

"There lives more faith in honest doubt,

Believe me, than in half the creeds."—Tennyson

আ। সরল বিশ্বাসে যে শান্তি পাওয়া যায় তাহার পরিবর্ত্তে আপনি কি দিবেন?

না। অন্ধ বিশ্বাসের শান্তি অপেক্ষা জ্ঞানের মুক্তি কি অধিক লোভনীয় নহে?

"A discontented man is better than an ever-contented ass."

আ। পৃথীবার এত কোটি-কোটি নরনারী আবহমান কাল হইতে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, সেই বিশ্বাসের মূলে কি কোন সত্য নাই? পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ এই সকল জ্ঞান ঈশ্বর না থাকিলে কোথা হইতে আসিল? যদি কোনো পূর্ণ ঈশ্বর না থাকেন তবে আমাদের মনে পূর্ণতার (perfection) ধারণা আসে কি প্রকারে? ঈশ্বর পূর্ণ বলিয়াই আমাদের মনে পূর্ণতার ধারণা আসিয়াছে। আপনি ত পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কিন্তু এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রহিয়াছে। বিজ্ঞান বলিতেছে, কোনো কিছুরই ধ্বংস নাই, কেবল এক পদার্থ অন্য পদার্থে পরিণত হয় মাত্র। বিজ্ঞান 'নাশ' স্বীকার করে না, রূপান্তর স্বীকার করে মাত্র। জড় শক্তির (physical energy) যদি বিনাশ না হয় জীবের জীবত্বই বা নষ্ট হইবে কেন? তাহার মানসিক শক্তিরই বা (intellectual energy) বিনাশ হইবে কেন? আর বিশেষতঃ মানুষের আত্মীয় স্বজনের, যাহাদের সহিত তাহার সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ, মৃত্যুর পরে তাহাদের অস্তিত্ব একেবারে লোপ হইয়া যাইবে, ইহা মানুষে বিশ্বাস করিতে পারে কি? মৃত্যুর পরে প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়া যাইবে, এমন কল্পনাও যে ভয়ানক।

না। "This is just, that is unkind, are merely the ethical creations of the human mind. There is no good or bad but thinking makes it so." Huxley.—পাপ-পুণ্য বাস্তবিক পক্ষে কিছুই নাই, ইহা মনের

একটা ধারণা মাত্র "Homo men-Sura"—Man is the measure of all things—সমস্তই মানবের মনের কল্পনা। বিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিলেও মানব পাপের জন্য ভগবানের নিকট দায়ী নহে। মানুষ ব্যক্তিগত চরিত্র-অনুযায়ী কার্য্য করে, "every action is the product of two conditions viz. heredity and environment." চরিত্র গঠনে তাহার কোন হাত নাই, জন্মগত প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা তাহার চরিত্র গঠিত হয়। "No person is responsible for his being and the nature and nurture over which he has no control has made him the being he is, good or evil—Karl pearson. ঈশ্বরের নিকট মানুষ পাপের জন্য দায়ী নহে, পুণ্যের জন্যও প্রশংসনীয় নহে। যে Causalityর নিয়মে মানবদেহ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ পারে না, সেই নিয়মেই মানুষ পাপ প্রলোভন জয় করিতে পারে না। গীতায় রহিয়াছে—"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"—ভগবান যাহা করান তাহাই করি।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে।"
—"প্রকৃতির গুণে জগতের কর্ম্ম চলে
অহঙ্কারে মুগ্ধ আত্মা আমি কর্ত্তা বলে।"

জীবন সংগ্রামে, natural Selection এর (প্রাকৃতিক

নির্ব্বাচন) ফলে যে প্রকারে গরুর মাথায় সিং গজাইয়াছে, জিরাফের গলা লম্বা হইয়াছে, সেই প্রকারে মানুষেরও নীতিজ্ঞান জন্মিয়াছে; নীতিজ্ঞান জীবন সংগ্রামে সহায়তা করে। "Morality is enlightened self-interest." সমাজ রক্ষার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। পৃথিবীতে একাকী বাস করিলে নীতির কোন প্রয়োজন হইত না। সত্য-মিথ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে মানুষের সংখ্যার উপর নির্ভর না করিয়া খাঁটি যুক্তির উপরই নির্ভর করিতে হয়। বর্ত্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিরা খৃষ্টান, অতএব খৃষ্টান ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, এইরূপ যুক্তি পাদরীর মুখেই শোভা পায়। ভাল-মন্দের অর্থই বা কি? যাহা এক জনের পক্ষে ভাল তাহা অপরের পক্ষে মন্দ, যাহা এক সময়ে ভাল তাহা অপর সময়ে মন্দ। ভাল হইতে মন্দ ও মন্দ হইতে ভাল ফল উৎপন্ন হয় "Excessive prudence becomes cowardice and excessive thrift leads to miserliness" অতিরিক্ত বুদ্ধি-বিবেচনা কাপুরুষতায় ও অতিরিক্ত মাত্রায় মিতব্যয়িতা কার্পণ্যে পরিণত হয়। পরিমিত ও অপরিমিতের মাঝে সীমারেখা টানা কঠিন। কোনো স্থলে এক ব্যক্তি যে পরিমাণ সাহস প্রদর্শন করিয়া লোক সমাজে বীরপুরুষ বলিয়া সমাদর প্রাপ্ত হন, আবার তিনি-ই ভিন্ন স্থলে সেই পরিমাণ সাহস প্রদর্শন করিয়া বিপদগ্রস্ত হইলে, লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়া থাকেন। তখন লোকে বলিয়া থাকে "দুঃসাহসে দুঃখ হয়"। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি

(Aesthetic faculty) একটী উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি। ইহার উৎকর্ষ সাধনে মন উন্নত হয়, পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু ইহা হইতে আবার কতই না অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, "রূপের অনলে ট্রয় পুড়িল, সৌন্দর্য্য-তরঙ্গে বিপুল রাবণ বংশ ভাসিয়া গেল।" জীবনের দুঃখ-কষ্ট হইতেও আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি। আমার মনে একটী ধারণা থাকিলেই যে বাহ্য জগতে উহার কোনো অস্তিত্ব আছে, এরূপ স্বীকার করা যায় না। আমি সোণার পাহাড়ের বিষয় চিন্তা করিতে পারি, মানুষের পাখা আছে কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু ইহা দ্বারা ঐ সমস্তের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। অতএব "Ontological Argument" এর যুক্তি গ্রহণ করা যায় না। ঈশ্বর সম্বন্ধে সকল জাতির মনের ধারণাও এক প্রকার নহে। ঈশ্বরের ধারণা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয় (The Evolution of the conception of God—Jnanayoga). কোনো কোনো জাতি ঈশ্বরকে প্রতিহিংসাপরায়ণ, রক্তলোলুপ ব্যক্তি বিশেষ মনে করে।

আপনার যুক্তি শুনিয়া এক পণ্ডিতের কথা মনে পড়ে, তিনি বলিয়াছিলেন,—

কুম্ভকর্ণে ভকারোঽস্তি ভকারোঽস্তি বিভীষণে।
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠে কুলশ্রেষ্ঠে ভকারো নাস্তি রাবণে॥

অর্থাৎ কুম্ভকর্ণ বলিতে যখন ভকার আছে, বিভীষণ বলিতে যখন ভকার আছে, আশ্চর্য্যের বিষয় রাবণ (যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও কুলশ্রেষ্ঠ

বলিতে ভকার নাই। অর্থাৎ রাবণ রাভণ হইবে না কেন? physical energyর যদি ধ্বংস না হয় তবে intellectual energyর ই বা ধ্বংস হইবে কেন? এইত আপনাদের যুক্তি। জড় আর চেতন কি এক? জড়ের ধর্ম্ম কি চেতনে আরোপ করা যায়? Consciousness is not a thing in itself; it is a state of brain action Life is a state or condition found in certain arrangements of matter. Life apart from matter, is as inconceivable as motion apart from matter—Outline of Evolution by Dennis Herd.

আর জীবের ধ্বংস না হইলেও ত তাহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব (individuality) নষ্ট হইয়া যায়। আমি যদি একটী কাষ্ঠ-খণ্ড দগ্ধ করি তাহা হইলে ইহার অনুপরমাণুগুলির ধ্বংস হয় না বটে, কিন্তু ইহার সেই স্বাতন্ত্র্য (identity, uniqueness) নষ্ট হইয়া যায়। আমার পিতৃব্য যদি নক্ষত্ররূপে বিরাজ করেন তবে তাঁহার ব্যক্তিত্ব (individuality) রহিল কোথায়? স্মৃতির যোগেই (Continuity of memory) ব্যক্তিত্ব। আর আপনি শেষে যাহা বলিলেন তাহা sentiment এর কথা। আমি আমার প্রিয় জনের আত্যন্তিক বিনাশ কামনা করি না অতএব তিনি আছেন, এরূপ কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তৃণ গুল্মাদি মরিয়া গেলে যাহা হয় মানুষের মৃত্যু হইলে তাহাই হয়। জৈব ও অজৈব পদার্থের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য "There is no

longer a deep chasm between the inorganic and the organic." "Protoplasm is the physical basis of life."—Huxley. Haeckel continues:—"We have seen that these tiny lumps of jelly (protoplasm) which are living animals (monera) are without any organs or parts, without kernel (nucleus) or covering (cell wall), so that they lie on the border-line of the inorganic." "Animals and plants are alive and growing; their protoplasm is alive and growing; we know protoplasm only as a living substance. Chemical analysis kills it, and dead material is not protoplasm".

"In his presidential address to the British Association, 1870, Huxley expressed his opinion that, if he could have been a witness of the beginning of organic evolution, he would have seen the origin of protoplasm from not-living matter." বিজ্ঞানজগতে বিবর্ত্তনবাদ (Evolution theory) সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিংশ শতাব্দীতে ইহা বৈজ্ঞানিকগণের অবিসংবাদিত মীমাংসা।

আ। ঘড়ি দেখিলেই আমরা অনুমান করিতে পারি যে ইহা আপনা হইতেই এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত হয় নাই, ইহার

একজন সুনিপুণ নির্ম্মাতা আছে, আর এই জগৎ-যন্ত্রের কি কোন নির্ম্মাতা নাই ? আপনা হইতেই হইয়াছে ? ইহা অসম্ভব— যতই আপনি বলুন না কেন, কেনর উত্তর দর্শন বা বিজ্ঞান দিতে পারে না, "ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে, ক'টা কেনর জবাব দেয় সে ?"

না। প্রথমে আমরা এক ব্যক্তিকে ঘড়ি নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়া অন্য সময় অন্যত্র একটী ঘড়ি দেখিলে স্থির করি, ইহারও একজন নির্ম্মাতা রহিয়াছে। ঘড়ি কৃত্রিম পদার্থ। এই পৃথিবী কে নির্ম্মাণ করিয়াছে দেখি নাই, পৃথিবী কৃত্রিম পদার্থও নহে, তবে আমি কি প্রকারে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইব ? জড় অনাদি ও অনন্ত, জড় হইতে তৃণ-গুল্মাদির যে প্রকারে উদ্ভব হইয়াছে এই পৃথিবীর ও জীবের সেই প্রকারে উদ্ভব হইয়াছে, ইহা যদি অসম্ভব হয়, তবে ঈশ্বর স্বয়ম্ভূ, অনাদি, অনন্ত, ইহাও অসম্ভব। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, Matter and motion are eternal and infinite"—জড় অনাদি, অনন্ত ও স্বয়ম্ভূ। জড়ের যে দোষ এড়াইবার জন্য ঈশ্বর কল্পিত হইয়াছে "ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত স্বয়ম্ভূ" বলিলে সেই দোষই ঘটে, অতএব এইরূপ অনুমান তর্কশাস্ত্রবিরুদ্ধ। ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে জড়ের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে "Argumentum ad infinitum" (অনবস্থা) এর দোষ ঘটে না, infinitum (অনন্তত্ব) এর হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অনেক দার্শনিক "Uncaused Cause" (অকারণ কারণ) মানিয়া লইয়াছেন।

"কেনব কেন" জিজ্ঞাসা করা কোন কোন স্থলে নিবর্থক। "ডান হাতটা বাম হাত হইল না কেন?"—এইরূপ প্রশ্ন অর্থহীন, কারণ ডান হাত বাম হাত হইলেও আবার এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারিত। মানুষের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি কিছুতেই তৃপ্ত হইবার নহে।

আ। আপনি ঈশ্বব বিশ্বাস করেন না, কি ভয়ঙ্কর।

না। ঈশ্বব বিশ্বাস করিলেই তিনি মুক্ত পুরুষ, আর না করিলেই তিনি ভয়ঙ্কর, এইরূপ মনে কবেন কেন? দয়ার সাগর ৺ঈশ্বরচন্দ্র, ৺কবি-দ্বিজেন্দ্রলাল, পূতচরিত্র আচার্য্য ৺রামেন্দ্রসুন্দব, ইঁহারা ত ঈশ্বব বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁহারা কি ভয়ঙ্কর ব্যক্তি ছিলেন? ঈশ্বরের ভযে যাঁহাবা সাধু তাঁহাদের সাধুতাব বিশেষ প্রশংসা কবিতে পারি না।

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এক স্থানে লিখিযাছেন,—"বেদান্ত বলেন, (শঙ্করাচার্য্যের মতে) জীব এক বই দুই না:—আমিই একমাত্র চেতন পুরুষ, বেদান্তের "একমেবাদ্বিতীযম্" এই বাক্যের আর কোন তাৎপর্য্য নাই, আপনাদের যদি উহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে অন্যবিধ ধারণা থাকে তাহা সমূলে উৎপাটন করুন।"—বিচিত্র জগৎ। একমাত্র আমিই আছি, আমাবই অনুভূতি—শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ—ইহারাই আমাব জগৎ। "আমা হইতে ভিন্ন, আমার অতীত কোন স্রষ্টা মনে কবা মাযাব কার্য্য"—গীতায ঈশ্ববাদ, "The Universe is the self-manifestation of Atman. In truth, there is only one

thing—the Brahman, the Atman, the Self, the Consciousness"—Outline of Vedanta by Paul Deussan.

দেশ ও কাল (time and space) আমারই মনের কল্পনা (subjective forms of intellect). এই দেশ ও কালের মধ্যে আমার অনুভূতি—শব্দ, রূপ রস গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদিকে ছাড়িয়া দিয়া আমিই এই বাহ্য জগৎ সৃষ্টি করিযাছি, ইহা আমার মাযা-প্রসূত। "অহং ব্রহ্মাঽস্মি", "অযমাত্মা ব্রহ্ম". "তত্ত্বমসি," "একমেবাদ্বিতীযম্" বেদান্তের এই অদ্বৈতবাদ নাস্তিকবাদ হইতে অধিক দূরে নহে। সাংখ্যকার বলেন, জগতের সৃষ্টি অচেতন প্রকৃতি হইতে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ", "সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্". ইহা ত এক প্রকার নাস্তিকবাদই। "ন্যায, বৈশেষিক ও পাতঞ্জল ব্যতীত অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রসমূহ যথা বেদান্ত বা উত্তর মীমাংসা পূর্ব্ব মীমাংসা, সাংখ্য ইত্যাদি ঈশ্বর স্বীকার করে নাই। ন্যায ঈশ্বর স্বীকার করিলেও প্রকৃতি হিসাবে করিযাছে, "কর্ম্মফলদাতা" রূপে নহে। পাতঞ্জল ও বৈশেষিক দর্শন গৌণভাবে ঈশ্বর স্বীকার করে কিন্তু জীবের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের দরকার হয না বলে।"—গীতায ঈশ্বরবাদ। বিলাতে এক সময় নাস্তিকের প্রতি সাধারণের অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল, বিচারালযে নাস্তিকের সাক্ষ্য বা অভিযোগ লওযা হইত না, কিন্তু উদার হিন্দু সমাজ কাহারও স্বাধীন-চিন্তায় হস্তক্ষেপ করিত না। চিন্তারাজ্যের স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। প্রত্যক্ষবাদী চার্ব্বাক্ মুনি নাস্তিক ছিলেন। চার্ব্বাক্

দর্শন এক সময়ে এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে উহা "লোকায়ত দর্শন" নামে পরিচিত ছিল। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, সংশয়বাদী, বা অজ্ঞেয়বাদী; যাহারা Idealist (বিজ্ঞান বাদী) তাঁহারাও সকলে ঈশ্বর-বিশ্বাসী নহেন, অনেকেই Personal God এ সগুণ ঈশ্বর অর্থাৎ Thinking, Feeling and Willing Being এ-কোন পরমপুরুষে বিশ্বাস করেন না; কেহ কেহ প্রকৃতি হিসাবে ঈশ্বর বিশ্বাস করেন। সকলের বিশ্বাসও এক প্রকারের নহে। আপনি বলিতে পারেন যে, বেদান্ত মতে যখন পাপ-পুণ্য সমস্তই মায়া অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে অসত্য তখন morality (নীতিজ্ঞান) ও অসত্য, সুতরাং বেদান্তের ভিত্তির উপর কোনো নীতিশাস্ত্র দাঁড়াইতে পারে না। অন্ধকার যুগে (dark age) গুহাবাসী আদিম মানবের (Primitive man) নীতিজ্ঞান ছিল কি? অভিব্যক্তির (evolution) সঙ্গে সঙ্গে মানবের নীতিজ্ঞান জন্মিয়াছে। আবার নীতির গোড়াতেই স্বার্থ রহিয়াছে "Altruism in most cases is a duly qualified egoism". ৺ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী বলিতেছেন, "মনে করিবেন না যে, পরের প্রতি প্রেমের বশীভূত হইয়া মানুষ সমাজ বাঁধিয়াছে, মানুষ দল বাঁধিয়াছে স্বার্থ-রক্ষার জন্য; আপনাকে বাঁচাইবার জন্য; পরকে নাশিবার জন্য। প্রাণবিদ্যা প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।"—বিচিত্র জগৎ।

যাহা পরিবর্ত্তনশীল, যাহা বিভিন্ন, যাহা অভিব্যক্তির ফলে মানবের মধ্যেই প্রকাশ হইয়াছে, যাহা পূর্ব্বে ছিল না, পরেও

থাকিবে না, তাহা অসৎ। যাহা সত্য তাহা "persistent". ত্রিকালে,—মাস বৎসর ও যুগে কোনো অবস্থাতেই তাহা পরিবর্ত্তিত হয় না; সুতরাং বেদান্তের তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যা ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে না। পারমার্থিক হিসাবে পাপ-পুণ্য কিছুই নাই। যাহা সৎ, চিৎ এবং আনন্দ বেদান্ত সেই সত্য বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। আমি-ই সেই ব্রহ্ম "সোঽহম্"। আমি সৎ অর্থাৎ আমি আছি, আমি চিৎ অর্থাৎ আমি-ই একমাত্র চেতন পুরুষ, আমি আনন্দ—আমি যে আছি ইহাতেই আমার আনন্দ। জগৎ আমারই কল্পনার সৃষ্টি, আমিই স্রষ্টা ও বিধাতা। আমিই জগৎকে নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছি। যিনি বেদান্তের এই সত্য উপলব্ধি করিবেন, তিনি পাপ-পুণ্যের অতীত হইয়া যাইবেন। ইহাই বেদান্তের মুক্তি।

আ। আপনি কি Materialist (জড়বাদী), না Idealist (আত্মবাদী), ঠিক বুঝিতেছি না।

না। আমি এক view-point (দিক) হইতে যখন ভাবি তখন আমি Idealist. জগৎ আমারই Idea, "All existence has truth only in idea, the idea is the only reality"—Hegel আমি আছি বলিয়াই জগৎ আছে "Its essi is percipi—" Its being consists in being perceived, we cannot know that anything exists which we do not know." জ্ঞানে যাহার বিকাশ তাহাই আছে, দ্রষ্টা ব্যতীত দৃষ্ট থাকিতে পারে না

আবার আর এক view-point হইতে ভাবিলে মনে হয় জড় হইতেই চৈতন্যের উদ্ভব, চৈতন্য মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া—"activity of the brain-cell". চৈতন্য হইতে জড়, আবার জড় হইতে চৈতন্য, দুই-ই সত্য দুই ভিন্ন দিক হইতে। কোনটা আগে কোনটা পরে, এ প্রশ্ন চলে না। "A world of pure ideas, pure essence, bodiless mind, is a figment of imagination, an abstraction, as false as materialists' universe of mindless stuff." "It is impossible to think that the Ego should exist without the simultaneous existence of an external world"—Dr. Tagore's Ontology. কড়াব concave (ভিতর) দিক হইতে দেখিলে মনে হয কডা একটা গর্ত্ত বিশেষ, আবাব convex (পিঠের) দিক হইতে দেখিলে মনে হয় কড়া একটা উঁচু ঢিপি বিশেষ, এই গর্ত্ত আর ঢিপি লইয়াই কড়া, এক দিক concave হইযাছে বলিয়াই অপর দিক convex. কোনটা আগে কোনটা পরে, এ প্রশ্ন চলে না ; হযত জড় ও চৈতন্য একই অজ্ঞেয় শক্তির (energy) ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ, 'Utterly beyond not only human knowledge but human conception is the universal power of which nature, life and thought are manifestations"—Herbert Spencer.

আ। আত্মা জড হইতে ভিন্ন ; আমরা বলি 'আমার দেহ', অতএব আমি দেহ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। 'আমি অনুভব করি',—কে

অনুভব করে? আমি, অতএব আমি কর্ত্তা, দেহ হইতে স্বতন্ত্র।

না। কথাটা হইল যেমন,—এক ছেলে তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, মুরগী আগে না মুরগীর ডিম আগে?" পিতা কিছুক্ষণ ভাবিয়া পরে বলিলেন, "আমরা যখন কথায় বলি মুরগীর ডিম—তখন বুঝিতে হইবে মুরগী আগে।" আমরা বলি আমি পীড়িত, সে পঙ্গু, ইহা দ্বারা কি আমার আত্মার পীড়া হইয়াছে, তাহারআত্মা পঙ্গু এইরূপ বুঝিয়া থাকি? আমরা কথায় বলি সূর্য্য উঠিয়াছে, অথচ জানি সূর্য উঠে না। এই সকল কথা দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। কে অনুভব করে? এইরূপ প্রশ্ন অসঙ্গত, প্রশ্ন হওয়া উচিত,—কি প্রকারে অনুভূতি জন্মে?

"It is not a fit question to ask who is it that feels?" This is the right way to ask the question —"conditioned by what is there feeling?"

"Self is a mere bundle of sensations. It is illusory to assume either a spiritual substance or a material substance as the Cause of our sensations" —Hume.

আ। এই সব থিওরি অনেক শুনিয়াছি, ঈশ্বর যে আছেন ও আমি অর্থাৎ আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন, তাহা আমি আত্মাদ্বারা বুঝিতেছি, আপনার এই সব ধার-করা যুক্তিতর্কে আমার মত ও বিশ্বাসের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না। জানেন ত

এক নাস্তিক পিতা লিখিয়াছিলেন "God is nowhere" কিন্তু বালক পুত্র পড়িল "God is now here."

না। আপনি যদি আত্মা দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব বুঝিয়া থাকেন তবে ভালই, আর যুক্তি তর্ক অনাবশ্যক।

আ। না, না, বলুন না, শুনি, এই কথার উপর আপনার কি বলিবার আছে?

না। "বিজ্ঞাতারমরে! কেন বিজানীয়াৎ?"—"অরে! বিজ্ঞাতাকে আবার কে জানিবে? কারণ যাহাকে বিজ্ঞাতা (Subject) জানিবেন সে আর বিজ্ঞাতা থাকিবে না, সে বিজ্ঞাত (Object) হইবে।" নিজকে নিজে জানিতে পারা যায় না, introspection (অন্তর্দৃষ্টি) অসম্ভব, নিজের চোখ নিজে দেখিতে পাই না, দর্পণে চোখের প্রতিবিম্ব দেখি। আত্মা জ্ঞাতা (subject) ও জ্ঞেয় (object) হইতে পারে না, "আগুণ নিজকে নিজে পোড়াইতে পারে না, অতি সুদক্ষ নট ও নিজের স্কন্ধে উঠিয়া নিজে নাচিতে পারে না।"—শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এম্, এ, কৃত শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্কর দর্শন।

বেদান্ত মতে আত্মা স্বতঃ-প্রকাশিত, প্রদীপ জ্বালাইয়া যেরূপ সূর্য্য দেখিবার প্রয়োজন হয় না সেইরূপ আমি যে আছি তাহা প্রমাণ করিতে অন্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ (self-evident); কিন্তু যাহা self-evident তাহা কেহ সন্দেহ করিতে পারে কি? Descartes "আমি আছি, কি না" সন্দেহ

করিয়াছিলেন, অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন, "Cogito ergo sum"—I doubt, therefore I exist আমি আছি কি না আমি সন্দেহ করি, কে সন্দেহ করে? আমি, অতএব আমি আছি। এইরূপ সিদ্ধান্ত তর্কশাস্ত্রবিরুদ্ধ, কারণ, প্রামাণ্য বিষয়কেই প্রমাণিত বলিয়া ধরা হইয়াছে। এখানে Begging the question এর দোষ ঘটিয়াছে, I doubt—"আমি" সন্দেহ করি, এই স্থলে "I" "আমি" স্বীকার করা যাইতে পারে না; কারণ "I" প্রামাণ্য বিষয়। Descartes এর Cogito ergo sum সমালোচনা করিয়া প্রশ্নচ্ছলে Hume জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "Why do you not doubt that you doubt"—"আপনি যে সন্দেহ করেন, এই কথাটি আপনি সন্দেহ করেন না কেন?"

বৌদ্ধমতেও There is no real "I" unit—"আমি" বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। বৌদ্ধমতের সহিত Hume এর মতের অনেক সাদৃশ্য আছে। অবশ্য আপনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহাই আপনার নিকট সত্য, কারণ আমার মনে হয় সত্য মিথ্যা মনের অবস্থামাত্র, মনের বাহিরে সত্য মিথ্যা কিছুই নাই; রামধনুর ন্যায় অলীক,—ধাঁধা, আমার অনুভূতিগুলিকে বাদ দিলে জগৎ থাকে না, "আমিও" থাকি না। "The ideas are themselves the actors, the stage, the theatre, the spectators and the play."—Hume. "Self" is a bundle of sensations, ইহা যেমন সত্য,

আবার self বিনষ্ট হইলে sensations থাকে না, ইহা তেমনই সত্য। "Its esse is percipi" "God is only a notion of the human mind ever varying and unrealisable." "There is a wide-spread philosophical tendency towards the view which tells us that man is the measure of all things, that truth is man-made, that space and time and the world of universals are properties of the mind and that, if there be anything not created by the mind, it is unknowable and of no account for us."—History of Philosophy by Clement Webb. সত্য মিথ্যা সব মনের কল্পনা, মনের বাহিরে কিছুই নাই, থাকিলেও উহা অজ্ঞেয়, আমাদের ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই। সমস্তই A riddle, an enigma, an inexplicable mystery—রহস্যপূর্ণ।

"The human conscience revolts against this law of nature, and to satisfy its own instincts of justice, it has imagined two hypotheses, out of which it has made for itself a religion—the idea of an individual providence and the hypothesis of another life."—Amiel's Journal.—ঈশ্বর এবং পরকাল মনের কল্পনা। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক Kant বলেন—"Thus if materialism was inadequate to explain my exis-

tence, spiritualism is equally inadequate for that purpose, and the conclusion is that in no way whatsoever can we know anything of the nature of our soul, so far as the possibility of its separate existence is concerned —Critique of Pure Reason.— যদি জড়বাদ আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইয়া না থাকে তবে আত্মবাদও তাহা দিতে সক্ষম হয় নাই এবং আত্মা যে দেহ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ তাহা জানিবারও কোন উপায় নাই। 'God is now here' এসব গল্প বক্তৃতায় চলে, Logic এ ইহার স্থান নাই।

আ। Kant দেশ-কালের অতীত, অতীন্দ্রিয় এক পারমার্থিক সত্তায় "Thing-in-itself" বিশ্বাস করিতেন, ইহাই আমাদের বেদান্তের "নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্ম"। আমাদের ব্রহ্ম আর খৃষ্টানদের God এক নয়। আমাদের ব্রহ্ম impersonal (সগুণ ঈশ্বর নহে)। intuition (সহজ সংস্কার) দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। "Thing-in-itself" is something of which we think but which we do not perceive. This is what would be left if you could strip an object of all the characteristics which are due to our way of perceiving it and which make it a phenomenon, it is something we cannot help thinking is there, and which yet can never be perceived by us as it is

"in-itself".—Kant. "যদি জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি ব্রহ্মের গুণসকল পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে কেবল বস্তু মাত্র বল, তবে ব্রহ্মের অস্তিত্ব শব্দে abstract entity বুঝায়। এই প্রকার abstract entity সৎ ও নয় অসৎ ও নয়, কেবল শূন্য ideal মাত্র। বৈদান্তিকেরা তেমনি ঈশ্বরকে শূন্য করিয়া ফেলে "সর্ব্ববাধেন কিঞ্চিচ্চেৎ যন্ন তদেব তৎ"। "When all are removed 'Nothing remains' that nothing is that (Brahma)" —মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

না। এই 'Thing-in-itself' (সৎ বস্তু) অসার, অর্থহীন, মন-গড়া কথা "Metaphysical jargon". উপাধি-বর্জ্জিত, নিষ্ক্রিয়-নির্গুণ ব্রহ্ম যদি বা থাকেন তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। "With Shankar even intelligence was not a quality of Brahman, but Brahman was pure thought and pure being"—Maxmuller. এই প্রকার নিষ্ক্রিয়-নির্গুণ ব্রহ্ম থাকার সার্থকতা কি? এই প্রকারে থাকা বা না থাকা আমাদের পক্ষে উভয়ই সমান; এইরূপ ব্রহ্মের কল্পনাও এক প্রকারের পৌত্তলিকতা। "It is not to be wondered at that Kant should have followers who thought his philosophy would be improved by frankly recognising that the "Thing in-itself" was itself, after all, only a creature of the mind, and that to suppose there need be anything in our experience which is

not produced by the mind from its own resources is only an inconsistent relic of that 'dogmatic' way of thinking, of which it had been Kant's great aim to get rid"—History of Philosophy by Clement Webb. Fichte বলিযাছেন, "This 'Thing-in-itself' is only a creation of the mind, only ideal".

যদি intuition (জন্মগত সংস্কার) দ্বারা সৎ-বস্তু জানিতে পারা যায তবে দার্শনিকগণের মধ্যে এত মতভেদ ও মত-বৈপরীত্য দেখিতে পাই কেন?

অ। John Stuart Mill নাকি মৃত্যুর পূর্ব্বে ঈশ্বরের নিকট সকাতরে এই বলিযা ক্ষমা প্রার্থনা করিযা গিয়াছেন—"If there be any God and if there be any soul, oh God, save my soul!" নাস্তিকেরা রোগের যাতনায, মৃত্যুর গলা-টিপনি খাইয়া শেষে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হয।

না। Mill ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন ইহা পাদরিদের স্ব-রচিত কথা, তিনি আত্ম-জীবনীতে এক স্থানে লিখিয়াছেন,—Her memory was made a religion to me."—ধর্ম্ম যেরূপ পবিত্র বিবেচিত হয তাঁহার মৃত স্ত্রীর স্মৃতিকে তিনি সেইরূপ পবিত্র মনে করিতেন। প্রকৃত ভালবাসার ইহাই নিদর্শন, "Love is Heaven and Heaven is Love" "দেবতারে প্রিয করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

প্রার্থনা করায বিশেষ কোন মহত্ত্ব নাই, অবশ্য ইহাতে ঈশ্বরে ভক্তিপরাযণ ব্যক্তি মনে শান্তি পাইতে পারেন। প্রার্থনায় তিনটী উদ্দেশ্য থাকে,—gratitude, glorification and request (কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ, মহিমাপ্রচার ও অনুরোধ) যিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা তাঁহাকে আমার ন্যায ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রের পক্ষে glorify করা ধৃষ্টতা, তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি করিবেনই; বাক্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া কার্য্যে করাই প্রকৃত ভক্তির পরিচাযক। সাধারণ মানুষ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা নীচতা, এইরূপ প্রার্থনায় তাঁহার সঙ্কল্প কিছুমাত্র টলিবে না, তিনি ইহাতে সন্তুষ্টও হইবেন না। "অদ্বৈত বেদান্ত মতে যখন জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন,—যেই জীব সেই ব্রহ্ম,—তখন তাহাতে ভক্তির স্থান নাই। অদ্বৈতী নিশ্চলদাস বিচারসাগর গ্রন্থে বলিতেছেন—যখন আমিই তিনি 'সোহহং' তখন 'কাকু কুরু প্রণাম'?—কাহাকে প্রণাম করিব? যদি বল জীব ও ঈশ্বরে তো ব্যাবহারিক ভেদ আছে, সেই ভেদ আশ্রয করিযা না হয ঈশ্বরকে প্রণাম কর। তাহাও সম্ভবে না, মুনিরা একজন কৃপালু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকে চিত্তে ধ্যান করেন বটে, তিনি ত উপাধির উপঘাত মাত্র—অলীক পদার্থ, মিথ্যা জ্ঞানের সৃষ্টি, তাঁহাকে কিরূপে প্রণাম করা যায? এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশ্চলদাসের আর প্রণাম করা হয নাই। অদ্বৈত বেদান্ত মতে উপাসনার ব্যবস্থা আছে। তাঁহাদের মতে প্রকৃত উপাসনা অহংগ্রহ উপাসনা, আত্মা হইতে ব্রহ্ম অভিন্ন—"সোহহং"

"অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি ভাবসাধনাই আত্মগ্রহ উপাসনা। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন:—আত্মাকে পরমেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিবে, যদি বল, ঈশ্বর ও জীবে বিরুদ্ধগুণ বশতঃ একত্ব সম্ভব নহে, তাহার উত্তর এই যে, বিরুদ্ধগুণ ভাব মিথ্যা (মায়িক মাত্র)"—গীতায় ঈশ্বরবাদ।

"বিপন্ন, আর্ত্ত, দুর্ব্বল চাহে আশ্রয় অভয়,
তাই করে তোমাকে সৃজন
আছে জীবে দয়া প্রেম শক্তি জ্ঞান বিবেকাদি,
শ্রেষ্ঠতম যত উপাদান
সেই সব উপাদানে মানব কল্পনা বলে,
করে ঈশ তোমাকে নির্ম্মাণ।"—সোঽহং স্বামী।

আপনি বলিতেছেন নাস্তিককে ঈশ্বর গুঁতোর চোটে " বাবা বলান "। আপনাদের মনে ঈশ্বর-বিশ্বাস কি বাস্তবিক এইরূপ ?

আ। আপনি কতকগুলি নাস্তিকবাদের বিলাতি পুস্তক পড়িয়াছেন, আস্তিকবাদের পুস্তক বিশেষতঃ হিন্দুদর্শন কিছুই পড়েন নাই, পড়িয়া থাকিলেও তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। সেদিন একজন দর্শনশাস্ত্রের এম, এ, তত্ত্বনিধি কেমন সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছিলেন—"এই আত্মা অন্নময়, প্রাণময় আদি পঞ্চকোষের মধ্যে অবস্থিত, এই আত্মা কেমন করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করে, ইহাই জীবনের বন্ধন, জীব শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনযুক্ত কর্ম্মযোগ,

জ্ঞানযোগ দ্বারা সাযুজ্য লাভ করিবে।” কূটস্থ চৈতন্য, ষট্ চক্রভেদ, অস্পৃশ্যতার বৈজ্ঞানিক কারণ ইত্যাদি অনেক জটিল ও দুর্ব্বোধতত্ত্ব জলের মত বুঝাইয়াছিলেন, তখন আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, এখন আমার মনে নাই। আহা! আপনি যদি একবার শুনিতেন! আপনি নিরামিষাহারী হইয়া একাগ্রচিত্তে, শুদ্ধ, শান্ত মনে এই সকল দুরূহ বিষয় চিন্তা করিলে ধর্ম্মের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। পাশ্চাত্য দর্শনে এই সকল তত্ত্ব পাইবেন না। আমি দর্শনশাস্ত্র বিশেষ আলোচনা করি নাই সেই জন্য আপনার সকল কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। একদিন তত্ত্বনিধি মহাশয়কে আপনার নিকট লইয়া আসিব তখন দেখা যাইবে কাহার তর্কের জোর বেশী। মাষ্টার মহাশয়, “ভক্তিতে মিলায় হরি, তর্কে বহু দূর,” “ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।”

নির্ব্বাণ ও জন্মান্তরবাদ। *

(বৌদ্ধমত)

পুনর্জ্জন্মবাদ ও নির্ব্বাণ:—বৌদ্ধমতে মৃত্যুতে বাসনা ও কর্ম্মফল বিনষ্ট হয় না। আমার বাসনা-বল হইতে একটি নূতন জীব জন্মগ্রহণ করিয়া আমার কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করে;

* এই প্রবন্ধের কিয়দংশ ১৩২৮, ফাল্গুন সংখ্যার “প্রবাসীতে” উদ্ধৃত হইয়াছিল।

কর্ম্মফল অপরিহার্য্য। আমার বর্ত্তমান জীবন ও আমার মৃত্যুর পর আমার বাসনা-সম্ভূত জীবের জীবন একই জীবনের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অবস্থা মাত্র। কি প্রকারে আমার বাসনা হইতে একটি নূতন জীব উৎপন্ন হইয়া আমার কর্ম্মফল ভোগ করিবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া পালি-ভাষাবিৎ বৌদ্ধদর্শনে পণ্ডিত Mr T W. Rhys Davids, "Hibbert Lectures 1881", গ্রন্থে লিখিয়াছেন 'It is a mystery known only to the Buddhists'.—এই রহস্য আমাদের অজ্ঞাত। ভিন্ন দিক হইতে দেখিলে ইহার আর একটা অর্থও আছে। পিতা সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বপুরুষের সর্ব্ববিধ দোষ ও গুণ লইয়া (শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক) সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। বর্ত্তমানে Eugenics (সুপ্রজনন বিদ্যা) এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে--"Parents undoubtedly live over again in their offspring" জায়া শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও এইরূপ।

কোন চিৎশক্তিসম্পন্ন অবিনাশী আত্মার স্থান বৌদ্ধধর্ম্মে নাই। "According to the Buddha the knowledge of I as Not-I, the Anatma-idea is therefore the great, the only knowledge—the knowledge Par Excellence, the Buddha knowledge, because at one stroke abolishing both sorrow and life."

"The belief in personal continuity is classed

as one of the three fetters that hold us back from salvation.—Buddhist Essays by Paul Dahlke. pp 75,196. স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার "Civilisation in the Buddhist Age" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আত্মার পরিবর্ত্তে বাসনা দ্বারা পুনর্জন্ম ও কর্ম্মফলভোগের মীমাংসার চেষ্টা বৃথা, কথার মার-প্যাঁচ মাত্র। কোন কোন পাঠক আত্মার অভাবে পুনর্জন্ম ও কর্ম্মফল-ভোগ সম্পূর্ণ নিরর্থক মনে করিতে পারেন। তাঁহাদের নিকট আমার উত্তর এই—আত্মার দ্বারাও পুনর্জন্মের মীমাংসা হয় না, কারণ স্মৃতিযোগেই ব্যক্তিত্বের একত্ব। স্মৃতির অভাবে ব্যক্তিত্বের একত্ব ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র। রাম পূর্ব্বজন্মে পাপ করিয়া এ জীবনে হরি-রূপে অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এস্থলে হরির পূর্ব্বস্মৃতির অভাবে দুই ভিন্ন ব্যক্তির একত্ব অনুমান করা অসম্ভব। রাম করিল পাপ, আর শাস্তি পাইল হরি? ইহা ঘোর অবিচার। এজন্য পরবর্ত্তী বৌদ্ধদিগের মধ্যে 'জাতিস্মর' কল্পনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৌদ্ধমতে রামের বাসনা-জাত হরি পূর্ব্ব জীবনের অর্থাৎ রামের পাপের ফলে অন্ধ হইয়াছে। হরি রাম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন; যেমন বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ বীজ হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। কার্য্য এবং কারণ একই বস্তুর ভিন্ন বিকাশ মাত্র। হরির জীবন রামের বাসনা ও কর্ম্ম দ্বারা যুক্ত হইয়া রামের সহিত এক হইয়াছে। এই অর্থে রামের পুনর্জন্ম বৌদ্ধমতে স্বীকৃত হইয়াছে। (Buddhism- By Mr.

Rhys Davids pp. 91, 99, 124, 135, 144, and Buddhism by Mrs. Rhys Davids pp. 103, 105 and Sacred Books of the East—Vol.—"Questions of King Milinda"—ইত্যাদি গ্রন্থ আলোচ্য)। আমার কর্ম্মফলে এক নির্দ্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পাইবে ইহা ভাবিতেও হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। এই ভয়েই মানব পাপ হইতে বিরত হইবে; নরকের ভয়ে নহে। Mr. Rhys Davids এর মতে ইহাই বৌদ্ধনীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব। "নির্ব্বাণ" লাভ করিলে পুনর্জন্ম হয় না। Rhys Davids ও Max Muller বলেন, নির্ব্বাণ লাভের অর্থ বাসনার বা তৃষ্ণার বিনাশ দ্বারা পুনর্জন্ম হইতে নিবৃত্তিলাভ এবং স্বীয় অন্তরের বিশুদ্ধি-সাধন ও প্রকৃত জ্ঞানদ্বারা ইহ জীবনেই প্রকৃত শান্তিলাভ। (Buddhism—T W. Rhys Davids pp. 111,120, 125, 149 দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, "এত অনুসন্ধান করিয়াও আমি কোনো ঈশ্বর দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু এই অনুসন্ধানের ফলে আমি জানিতে পারিয়াছি, দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের উপায় কি; ঈশ্বর আছেন কি না,—সে সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতে পারি না, এবং সে সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার প্রয়োজনও নাই।" (The Buddha merely says—"Despite all search I have not found any God, but in this search for God I have found the way to deliverance. Whether there really is a

God or no—of that I cannot say anything, of that I do not need to say anything.)—Buddhist Essays By Paul Dahlke বিশ্বপ্রেমিক বুদ্ধদেব ঈশ্বর এবং আত্মা স্বীকার না করিয়াও উদারপ্রাণ হিন্দুজাতির নিকট অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। বুদ্ধদেবই জগতে সাম্য ও মৈত্রীর প্রথম ও প্রধান প্রচারক। বৌদ্ধধর্ম্মে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, ঈশ্বর ইত্যাদি দেবতাগণের উল্লেখ আছে, তাহার কারণ, নবদীক্ষিত দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিগণের পূর্ব্বের ধর্ম্মবিশ্বাসে যেন আঘাত না লাগে সেই জন্য হিন্দুদিগের পৌরাণিক গল্প হইতে এই সকল দেবতার নাম আনা হইয়াছে। ("All the gods, such as Indra, Brahma, Ishwara were only mythological figures, intentionally taken over from Hinduism, in order that the weak plants among the newly converted might be able to remain undisturbed in their native soil.")—Paul Dahlke বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর স্বীকৃত হন্ নাই, তজ্জন্য কোন কোন পাঠক আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন। তাহার উত্তরে আমি এই মাত্র বলিতে পারি,—বেদান্ত বলেন—(শঙ্করাচার্য্যের মতে) আমা হইতে ভিন্ন, আমার অতীত, কোন ঈশ্বর আছে মনে করা মায়ার কার্য্য, (অবশ্য পারমার্থিক ভাবে)। 'অহং ব্রহ্মাহস্মি," "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—আমিই একমাত্র সত্য বস্তু ; জগৎ অধ্যাস, আমারই মায়া-কল্পিত, আমিই জগৎ-স্রষ্টা ও জগৎ-বিধাতা।

সাংখ্যকার "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অজ্ঞেয়বাদেরই সমর্থন করিতেছেন। নৈয়ায়িক ও মীমাংসকের মতে ঈশ্বর থাকিলেও 'তটস্থ,' জীবের কল্যাণ ও অকল্যাণে সম্পূর্ণ উদাসীন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত 'গীতায় ঈশ্বরবাদ,' প্রফেসর শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত কৃত 'শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্করদর্শন' (১ম ভাগ) গ্রন্থদ্বয়ে ও স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কৃত 'জিজ্ঞাসার' 'মুক্তি' প্রবন্ধে এই বিষয় বিশদরূপে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

নিয়তিবাদ

যিনি ঈশ্বর মানেন তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, মানুষের কোন স্বাধীন ইচ্ছা নাই। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ, তিনি অনন্তকাল হইতে জানেন আমি কখন্ কিরূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিব, ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে আমার ব্যক্তিত্ব (individuality) কিরূপ গঠিত হইবে এবং তাহার ফলে আমি কিরূপ কার্য্য করিব। তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা কিছুতেই ব্যর্থ হইতে পারে না। "His knowledge cannot be falsified, it must be verified." যদি ব্যর্থ হয়, তবে তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। আমার ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকিলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা ব্যর্থ হইতে পারিত। "His

will is supreme" তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কি কিছু করিতে পারি? তিনি ইচ্ছাময়, তাঁহারই ইচ্ছার আমি ইচ্ছান্বিত হইয়া কার্য্য করি, আমার ইচ্ছা তাঁহারই ইচ্ছার কণামাত্র, সুতরাং আমার ইচ্ছার স্বাধীন সত্ত্বা নাই। পূর্ণ জ্ঞান না থাকিলে স্বাধীন ইচ্ছাজনিত দায়িত্ব থাকিতে পারে না। একটী শিশু আমাদের তুলনায় যেরূপ অজ্ঞ ও অসহায়, ঈশ্বরের নিকট আমরা তদপেক্ষা অধিক অজ্ঞ ও অসহায় শিশু। নিরীশ্বরবাদী এক অজ্ঞাত শক্তিকে সমুদয় কার্য্যকারণের মূল বলিয়া স্বীকার করেন। নিরীশ্বরবাদী Herbert Spencer বলেন, "There is an eternal and infinite energy from which everything flows."

নিয়তিবাদ বা নির্ব্বন্ধবাদ (Determinism or necessitarianism) সংক্ষেপে ও সরল করিয়া বুঝাইবার জন্য "প্রবাসী, ১৩২৫, জ্যৈষ্ঠ" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—"এই বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদ কার্য্যকারণের সকল সম্বন্ধকে অঙ্কের হিসাবে মিলাইয়া দেখায় যে প্রত্যেক কার্য্য প্রকারে ও পরিমাণে উপযুক্ত কারণ হইতে প্রসূত। প্রত্যেক কারণ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের কার্য্যফল প্রসব করে। প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট cause নির্দ্দিষ্ট effect উৎপন্ন করে, কোথাও তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। এই মুহূর্ত্তে জড় জগতের যেখানে যাহা ঘটিতেছে তাহা পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই অকাট্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেরই কারণসমষ্টি যাহা এই মুহূর্ত্তের

কার্য্য-সমষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাও তৎপূর্ব্ব সময় হইতেই অলঙ্ঘ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। এইরূপে এই শৃঙ্খল-পরম্পরা সুদূরতম অতীত হইতে সুদূরতম ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত এক অমোঘ শাসনে আবদ্ধ রহিয়াছে, কোথাও চুল প্রমাণ ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। প্রত্যেক জড় কণায় প্রত্যেক পরমাণু কখন কোন্ পথে কেমন ভাবে চলিবে শাশ্বত কাল হইতে তাহা অকাট্যরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। বিশ্ব-সংসারের এই মুহূর্ত্তে যাহা-কিছু যেমন ভাবে আছে, তাহার পরিপূর্ণ হিসাব যদি পাওয়া যাইত, তবে অতীত ও ভবিষ্যতের ইতিহাসকে অভ্রান্ত ভাবে তাহারই মধ্যে নিহিত দেখিতাম।" "The actions of a man's will are as mathematically fixed at his birth as are the motions of a planet in its orbit"—পৃথিবী ইহার আপন কক্ষে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ঘুরিতেছে সেই প্রকার এক ব্যক্তি তাহার জীবনে কি কার্য্য করিবে বা না করিবে, তাহা তাহার জন্মকালেই অকাট্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বিনা কারণে কিছুই ঘটিতে পারে না—"Ex-nihilo nihil fit." ইহাই সমস্ত দর্শন-বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি, যাহা বীজাকারে গুপ্ত থাকে তাহাই প্রকাশ হয় মাত্র। এইরূপে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা (universal law of causation) জগতের ঘটনাসমূহ (phenomena, physical and mental) নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। নিয়তিবাদ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত—"I see in atom the promise and potency of all terrestrial life"—Tyndal.

নিযতিবাদমতে অপবাধী ব্যক্তি বলিবে নিয়তিব বশে সে অপবাধ কবিযাছে, বিচারকও বলিবেন যে নিয়তিব বলেই তিনি বিচারক হইযা তাহাকে শাস্তি দিতে বাধ্য হইযাছেন ও নিয়তিব বশেই অপরাধীর চবিত্র সংশোধিত হইবে; I am caused to do—যাহা হইবাব তাহা পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইযা বহিযাছে, আমি উপলক্ষ মাত্র; "নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" প্রাকৃতিক নিযমে যাহা-কিছু কার্য্য-কাবণ-রূপে ঘটিতেছে (phenomena) তাহাই নিয়তি। পুরুষকার-প্রভাবে কেহ যদি প্রতিকূল অবস্থায় কৃতকার্য্যতা লাভ করে তাহাও নিয়তি দ্বারাই সাধিত হইবে। এই যে নিয়তি, ইহা কার্য্যকারণ-সম্পর্ক,—causal connection. পুরুষকার নিয়তিরই ফল। একটা অপরাধ সাধিত হইতে বহুবিধ ঘটনার সমাবেশ প্রয়োজন; অপরাধীর মনোগত ভাব, তাহার শক্তি, বুদ্ধি, দক্ষতা, সুযোগ, স্থান, কাল ও যাহাব বিরুদ্ধে অপবাধ করা হইল তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি নানাবিধ কারণসমষ্টির (antecedents) সমাবেশে একটী অপবাধ সাধিত হয। একটী কারণের অভাব হইলেই অপবাধ সাধিত হইতে পারে না। এই সকল কাবণ-সমাবেশের জন্য অপরাধী ব্যক্তি দায়ী হইতে পারে না। A man is a product of heredity and environment. জন্মগত আকৃতি ও প্রকৃতি—heredity; আজীবন যে ঘটনাবলী শরীর ও মনেব উপব প্রভাব বিস্তার করে, তাহা environment. শরীর ও মনেব কোন অবস্থা বা গুণের বিকাশ বা অ-বিকাশ পাবিপার্শ্বিক

অবস্থার (environment) উপর নির্ভর করে। আমি স্বাধীন-ইচ্ছা দ্বারা এই heredity ও environment নির্ব্বাচন করি নাই, ইহা আমি পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। "Man is a physiological and psychological omnibus carrying his ancestors forward on his back"—Holmes. কোনো মহাপুরুষ বলিযাছেন যে শিশুর জন্মের এক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়।

চিন্তা কার্য্যের বীজ মাত্র। আমার চিন্তা ও ইচ্ছা আমার মস্তিষ্কের গঠন-প্রণালী ও শিক্ষা অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। আমার মস্তিষ্কের গঠনের জন্য আমি পূর্ব্ব-পুরুষের নিকট ঋণী। মস্তিষ্কের পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন কম্পনের ফলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ চিন্তার উদয হয। আমাদের জীবনের গতি আমাদের আযত্তাধীন নহে। কত অসম্ভবনীয়, অচিন্তনীয ঘটনার প্রভাবে আমরা চালিত হইতেছি। কত সময় মনে হয়, হায়, যদি পূর্ব্বে ইহা জানিতাম। কোথা হইতে কত প্রলোভন ও সুযোগ আপনা হইতে উপস্থিত হয় ; মনে হয যেন সমস্ত ঘটনা পরামর্শ করিয়া আমার অধঃপতনের ও দুরদৃষ্টের জন্য একত্রিত হইয়াছিল ; সেই অবস্থায যথেষ্ট চরিত্রবল থাকিলে আমার অধঃপতন হইত না। কিন্তু এই চরিত্রবল আমার স্বভাব ও শিক্ষার ফল মাত্র (product of heredity and environment)। ব্যক্তি কখনই ব্যক্তিত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিতে পারে না। ইচ্ছা (will) থাকিলেই পাপকার্য্য করা যায় না, সুযোগে

আবশ্যক হয়, "Oh, Opportunity! thy sin is great"। আবার সুযোগ উপস্থিত হইলে প্রলোভনও অদম্য হইয়া উঠে। যে প্রাকৃতিক নিয়মে (causality) মানব দেহ রোগবীজাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে না, সেই নিয়মেই মানব প্রবল রিপুর প্রলোভন জয় করিতে না পারিয়া পাপে লিপ্ত হয়। সুমতি ও কুমতির মধ্যে যেটা যখন প্রবল হয় সেইটাই তখন জয়ী হয়, ইহাতে কাহারও কোনো কর্তৃত্ব নাই। প্রবলের জয়ই প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বাধীন-ইচ্ছা (free will) বলিয়া কিছুই নাই। "By moral fatalism is meant that the idea that moral struggle in the presence of temptation is idle and useless because, no matter how earnestly one struggles, it is inevitable from the first that the stronger motive will win the day."

একই প্রলোভন সকলের মনে সমানভাবে ক্রিয়া করে না। "Like causes have like effects." পুরুষকার ভিন্ন যে সফলতা লাভ করা যায় না, নিয়তিবাদী একথা অস্বীকার করেন না; তিনি শুধু বলেন পুরুষকার স্বভাব ও শিক্ষার ফল মাত্র (product of nature and environment)। নিয়তির গতি অতি কুটিল, বর্ত্তমানে যাহা মঙ্গল ও সুখের কারণ, পরিণামে তাহা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে। মধ্যযুগে (medieval age) স্বাধীন-ইচ্ছা মতবাদের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই বিজ্ঞানের যুগে এই মত আর টিকিতে পারিতেছে না।

জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগে ও দর্শনে নিয়তিবাদ সমর্থিত হইয়াছে।

বিজ্ঞানবিৎ Prof. Tyndal "Essay on Science and Man" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "My physical and intellectual textures were woven for me, not by me. Processes in the conduct or regulation of which I had no share have made me what I am." জীব-বিজ্ঞানবিৎ Karl Pearson বলেন, "No person is responsible for his being and the nature and nurture over which he has no control has made him the being he is, good or evil."

"Shakespeare or Darwin, Goethe or Napolean, were nothing more than very happy combinations of the traits of their ancestors."—সেক্সপিয়ার বা ডারউইন্, গেটে বা নেপোলিয়ন্—তাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের সদ্‌গুণাবলী প্রাপ্ত হওয়াতেই এত বড় হইয়াছেন, ইহা ছাড়া আর কিছুই না। দৈবক্রমেই এই সদ্‌গুণাবলীর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল—Heredity By J. Watson. বিখ্যাত দার্শনিক Spinoza, John Stuart Mill ও Herbert Spencer মানবের "স্বাধীন ইচ্ছা" স্বীকার করেন না। ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ এই মতবাদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছে। "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ইহা দ্বারা

নিয়তিবাদই প্রচারিত হইযাছে। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রেও নিয়তিবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। বাইবেল সোজাসুজি ইহা স্বীকার না করিলেও প্রকারান্তরে স্বীকার করে, "Thy will be done", তোমাব ইচ্ছা পূর্ণ হউক"। আদম ও ইভেব পাপের ফলে মানব পাপী হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে নিযতিবাদ মানিতেই হইবে। অনেকে মনে করেন নিযতিবাদ আলস্যেব ও পাপেব সহায়তা করে, ইহা ভ্রান্ত ধারণা। অবশ্য নিয়তিবাদ পাপীকে ঘৃণা করিতে বা পুণ্যবান্‌কে প্রশংসা কবিতে বলে না। নিযতি (causality) দ্বাবা পবিচালিত হইযাই নিযতিবাদী পাপের মূল কারণ নির্দ্দেশ করে ও পাপীকে তাহা হইতে বক্ষা কবে এবং সমাজ-রক্ষার জন্য পাপীর দণ্ড বিধান করে।

"When a friend complained to Socrates that a man whom he had saluted had not saluted that man in return, the father of philosophy replied—"It is an odd thing that if you had met a man ill-conditioned in body you would not have been angry, but to have met a man rudely disposed in mind provokes you"

"If we pity a man with a weak heart, why not the man with the weak will? If we do not blame a man for one kind of defect, why blame him for another?"

"Men should not be classified as good and bad, but as fortunate and unfortunate, as weak and strong." R. Blatchford

—"একদিন সক্রেটিসের নিকট তাঁহাব কোনো বন্ধু অভিযোগ করিয়া বলিলেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে নমস্কার করিলে তিনি তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করেন নাই। তখন দার্শনিক চূড়ামণি সক্রেটিস বলিলেন, "ইহা বড আশ্চর্য্য যে, তুমি একটী বিকলাঙ্গকে দেখিয়া রাগান্বিত হওনা, কিন্তু একটি কর্কশ প্রকৃতির লোক দেখিলে তুমি ক্রুদ্ধ হও।"

"যদি কাহারও হৃৎ-পিণ্ডের দৌর্ব্বল্যের দরুণ আমরা তাহাব প্রতি দয়া অনুভব করি তবে কাহারও চরিত্রের দুর্ব্বলতা দেখিযা কেন ঐরূপ দয়া অনুভব করিব না ?" "মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ এইরূপ শ্রেণীবিভাগ না করিয়া, সবল ও দুর্ব্বল, ভাগ্যবান ও হতভাগ্য এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা উচিত।"

যে প্রাকৃতিক নিয়মে এক ব্যক্তি ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেই প্রাকৃতিক নিযমেই অপর এক ব্যক্তি গুণ্ডা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইযা প্রাণ হারায। অবস্থা বিশেষে গুণ্ডা ব্যাঘ্রেব ন্যাযই হিংস্র ও ভয়ঙ্কব। উভয় স্থলেই সমাজরক্ষার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিন্তু কোনো স্থলেই ইহাদিগকে দোষী (morally responsible) করা যাইতে পারেনা।" "These (ruffians and rogues) are victims of an inscrutable and relentless fate. They should be regarded as we

regard base or savage animals ; as creatures of a lower order, dangerous, but not deserving blame nor hatred, because these unhappy creatures are nearer to our brutish ancestors than other men ; the ancient strain of men's bestial origin cropping out in them through no fault of their own."—

"In the light of true morality, a rich landowner or a millionaire money-lender is a greater criminal than a burglar or a foot-pad ; and a politician or a journalist who utters base words is worse than a coiner who utters base coin"—Blatchford.—প্রকৃত নীতিধর্ম্মের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কোনো চোর বা ডাকাত দ্বারা সমাজের যত না অনিষ্ট সাধিত হয়, একজন বড় জমীদার বা সুদখোর লক্ষপতি মহাজন দ্বারা সমাজে তার চেয়ে অধিক অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। যদি কোনো রাজনীতিবিৎ বা সংবাদপত্রের সম্পাদক স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া নীচমনার ন্যায় উক্তি করেন তবে তিনি জালিয়াৎ অপেক্ষাও অধিক ঘৃণিত কার্য্য করেন।

"In the Bhagavadgita it is written "He sees truly who sees all actions to be done by nature alone, and likewise the self, not the doer." প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে যাবতীয় ঘটনা ঘটিতেছে। আমি যাহা করি তাহা

প্রকৃতির প্রেরণায় চালিত হইয়াই করি, সুতরাং আমি কর্ত্তা নহি। সৃষ্টি ত্রিগুণাত্মক—সত্ব, রজঃ, তমঃ। পাপ-পুণ্য, দণ্ড-পুরস্কার ইত্যাদি লইয়াই সৃষ্টি, পাপকে একেবারে বাদ দিলে সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের অস্তিত্ব ও লোপ পাইয়া যায়। প্রাকৃতিক নিয়মেই মানব পাপী ও পুণ্যাত্মা হইয়া থাকে। প্রভু যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, "পাপকে ঘৃণা কর কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিওনা।"

পুরুষ-সিংহ কর্ম্মবীর নেপোলিয়ন নিয়তিবাদী ছিলেন, তাঁহাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি নিয়তিবাদী হইয়া সর্ব্বদা এত চেষ্টা-উদ্যোগ করেন কেন?" তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, "নিয়তিই আমাকে ঐরূপ করায়।" He answerd "Because it is still Fate who wills that I should plan." ইহাই নিয়তিবাদীর প্রকৃত উত্তর। একই বিষয় দুই ভিন্ন ব্যক্তির মনে ভিন্নরূপে ক্রিয়া করে। বীর নিয়তিবাদী হইলে অধিক নির্ভীকতা ও বীরত্ব প্রকাশ করে, অলস ব্যক্তি নিয়তি বিশ্বাস করিয়া অধিক অলস ও ভীরু হইতে পারে। কেহ কেহ Metaphysics সাহায্যে "স্বাধীন-ইচ্ছা" মতবাদের সমর্থন করেন, তাঁহাদের যুক্তির অধিকাংশই দুর্ব্বোধ্য "transcendental nonsense" তাঁহারা শুধু বলেন—"Our will is free and beyond all phenomena." জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দেশ-কালের অতীত পারমার্থিক সত্তা তাঁহারা উপলব্ধি করেন মাত্র। যাঁহারা phenomena অসত্য বলেন, তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা চলিতে পারে না, জীব

যখন মায়ামুগ্ধ, মায়ান্ধ, মায়া দ্বারা চালিত, তখন তাহার "স্বাধীন-ইচ্ছা" রহিল কোথায় ?

স্বাধীন-ইচ্ছা-বাদীগণ নিয়তিবাদের যুক্তি খণ্ডণ করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা প্রথমেই Freedom of will স্বীকার করিয়া লইয়া metaphysical reasoning দ্বারা একটা theory খাড়া করেন মাত্র, কিন্তু তাহা দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। তাঁহারা বলেন,—"It cannot be explained. For all explanation is the work of the understanding and that can explain only phenomena."—আমাদের ইচ্ছা (will) স্বাধীন, উহা অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় কার্য্যকারণ নিয়মের অধীন নহে, উহা কারণাতীত। যাঁহারা এইরূপে কল্পনার আশ্রয় লন তাঁহাদের সহিত ব্যাবহারিক জগতের বিষয়ে আলোচনা চলিতে পারে না, "Reason divorced from and with no reference to the world of experience is barren."

বিবাহ, বংশবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য।

বিবাহ, বংশবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য, এই তিনের মধ্যে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ভারতবাসী অন্যান্য জাতির তুলনায় দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবী। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, স্ফূর্ত্তির অভাবে ও দুশ্চিন্তায় এ জাতির

জীবনীশক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। কিসে দারিদ্র্য দূরীভূত হইবে এ বিষয়ে বর্ত্তমানে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারসাধন ও বিদেশে খাদ্য-সামগ্রীর অবাধ-রপ্তানি বন্ধ দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে জাতীয় দারিদ্র্যের অনেক পরিমাণে প্রতিকার হইতে পারে সত্য, কিন্তু ইহার ফল স্থায়ী হইবে না, যদি নিঃসম্বল বিবাহ ও অকাল-মাতৃত্ব চলিতে থাকে। এ বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের ফলে আমাদের পারিবারিক অশান্তি, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা ও অকালমৃত্যু দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক স্থলেই দেখা যায়, বর ও কন্যা উভয় পক্ষই কেবলমাত্র পদ-মর্য্যাদা ও ধনের মোহে আকৃষ্ট হইয়া বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন, এবং সেই অবিবেচনার ফলও তাঁহারা অচিরেই হাতে হাতে পাইয়া থাকেন। স্বাস্থ্য এবং চরিত্র অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ বস্তু আর কি আছে? শিক্ষার সার্থকতা কি, যদি তাহা মানুষকে সুবিবেচক ও চরিত্রবান্ করিয়া না তোলে? ক্রোধের বশীভূত হইয়া অপরের সামান্য অশান্তির কারণ ঘটাইলে, সমাজে আইনানুযায়ী দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কেহ যদি রিপুর উত্তেজনায় সন্তান-উৎপাদনের নামে স্ত্রী বা সন্তানের প্রাণ-নাশের কারণ হয়, বা ভবিষ্যৎ বংশকে ক্ষীণজীবী, বংশগত-রোগাক্রান্ত, দুর্ব্বল ও দরিদ্র করে, তবে সমাজ কি সে পাপে উদাসীন থাকিবে? একটী সামান্য চাকরীর জন্য কত না যোগ্যতার নিদর্শন উপস্থিত করিতে হয়। কিন্তু পিতৃত্বে ও

মাতৃত্বে কি কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নাই? কোন দায়িত্ব নাই? স্বার্থপরতা ও দায়িত্ব-বোধহীনতা দাম্পত্যজীবনের পরমশত্রু। প্রাচীনকালে, এক সময়ে হয়ত জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন "জিভ দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি" দরিদ্র-দেশে এই দায়িত্বহীন, ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা সমাজের কত না অনিষ্ট সাধন করিতেছি। "God helps those who help themselves." পণ্ডিত প্রবর John Stuart Mill বলিতেছেন—"Little improvement can be expected in morality until the producing of large families is regarded with the same feeling as drunkenness or any other physical excess"

স্ত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আর্থিক অবস্থানুযায়ী বংশবৃদ্ধি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা বাঞ্ছনীয়। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষিত সমাজে নির্দ্দোষ বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা এ বিষয়ে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতেছে। কেহ কেহ মনে করেন, জন-সংখ্যার দ্বারাই জাতি জনবলে শক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠিবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, অনাহারক্লিষ্ট, রুগ্ন, দুর্ব্বল ও হীনচরিত্র জনসমষ্টি দ্বারা কোন জাতিই কখনো শ্রীমান্ বা শক্তিমান্ হইয়া উঠিতে পারে না, বরং তাহার বিপরীত ফলই অবশ্যম্ভাবী। স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে বলিয়াছেন,—তোদের ভোগের ভিতর হোচ্ছে, স্যাঁত স্যাঁতে ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে বছর বছর শোরের

মত বংশবৃদ্ধি করা, Begetting a band of famished slaves, —একদল ক্ষুধাতুর ভিক্ষুক ও দাসকুলের জন্ম দেওয়া।

—স্বামী শিষ্যসংবাদ।

মহাত্মা গান্ধি, Tolstoy, Plato, Malthus, Darwin, Aristotle, Mill, Huxley, Annie Besant ও Herbert Spencer প্রভৃতি মনীষিগণ সমাজের কল্যাণের জন্য অবাধ-বংশবৃদ্ধির ও অযোগ্যের বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবকে লজ্জা করিলে ঠকিতে হয়। বীরবল বলিয়াছেন, "আমার মতে যা সত্য তা গোপন করা সুনীতি নয় এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়"।

তর্ক-সভা।

আজকাল মাসিক পত্রিকায় "নারীর স্থান' "নারীর অধিকার" ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইতেছে, ইহা সুখের বিষয়। সে দিন আমাদের তর্ক-সভায় যে বিষয়টীর আলোচনা হইয়াছিল তাহা শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলাগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

আলোচনা-প্রসঙ্গে একজন সভ্য বলিলেন,"ধরুন, আমার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে। আমি হিন্দু সন্তান, হিন্দুর আচার, নীতি ও সংস্কারের মধ্যে আমি প্রতিপালিত ও [illegible]ক্ষিত, সমাজ ও বেষ্টনীর প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। I have received my individuality from society and parents. আমি সাধারণ

মানুষ, ঈর্ষা ও স্বভাবজাত প্রবৃত্তির বশীভূত। হিন্দুর বিশ্বাস যে তাহার স্ত্রীর চরিত্র কলুষিত হইলে তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ নরকগামী হইবেন, তাহার বংশ অপবিত্র হইবে এবং ইহাতে কত প্রকার কুৎসিত ব্যাধি আসিতে পারে। ইহা নিশ্চিত যে তিনি সমাজে অচল হইবেন। নানা প্রকার সন্দেহ বশতঃ তিনি নিজের সন্তানের প্রতিও মমতাহীন হইবেন। হিন্দুর পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক দুরদৃষ্ট কি হইতে পারে? সকল সভ্য দেশের ধর্ম্মে ও সমাজে সতীত্বের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য দেশেও সীতা-সাবিত্রী আদর্শ নারীরূপে পূজিত হন। ইহা সত্য যে স্বার্থপর পুরুষেরাই আইন ও সমাজবিধির প্রবর্ত্তক। যে প্রবল সেই জয়ী, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। বৈষম্য ও সাম্য পরস্পর বিপরীত, একত্র থাকিতে পারে না। পুরুষের আশ্রয়ে থাকিলে, নারীর পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিতেই হইবে। রাজা লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণ বিনাশ করিয়াও হত্যাপরাধে অপরাধী হন না, দুর্ব্বলতাই পাপ। যোগ্য ব্যক্তিই পুরস্কৃত হয়, যোগ্যতা আর শক্তি একই কথা। moralityর কথা বলেন? Morality আবার কোথায়? পাশ্চাত্য সমাজে যে নারীর প্রতি এত সমাদর তাহার মূলে রূপের পূজা। উপেন বাবু ত অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতার ও স্বাধীন প্রেমের ভাবি পক্ষপাতী, আপনিই বলুন না, হিন্দুর স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হইলে তাহার স্বামী কি ন্যায়-সঙ্গত ব্যবস্থা করিবে? যদি আমাদের সমাজে, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা চলিতে থাকে তবে বিলাতের ন্যায় এদেশেও অনেক সক্ষম যুবক

বিবাহ করিতে চাহিবে না। তাহার ফলে অনেক যুবতী জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবে। তাহাতে কি বিপদ কম? স্বাধীনতার দায়িত্ব অনেক।

উপেন বাবু নব্য-তন্ত্রের লোক, এখনও অবিবাহিত, কিছুক্ষণ ভাবিয়া গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "আপনারা পুরুষ ও নারীর অবাধ মেলামেশা সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, এটা আপনাদের বড়ই narrowness; তাহাদের মধ্যে কি friendship থাকিতে পারে না? যদি স্বামী নিজে নিষ্পাপ হইয়া থাকেন তবে তিনি স্ত্রীকে ক্ষমা করিতে না পারিলে, ত্যাগ করিতে পারেন; আর যদি নিজে পাপী হইয়া থাকেন তবে স্ত্রীকে ঘৃণা বা ত্যাগ করিবার অধিকার তাঁহার নাই, mutual breach of marriage contract" অপর একজন সভ্য প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "একটা ইংরাজী dramaতে পড়িয়াছিলাম একটী মহিলা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা male friends পান না, কারণ 'on the third day he will talk of love.' এ প্রকার friendshipএর অর্থ কি? হিন্দুর বিবাহ contract নহে। আপনি যে নীতি-উপদেশ দিলেন, যদি বাস্তবিক সেই উপদেশানুযায়ী নিজের চরিত্র গঠিত করিয়া থাকেন তবে তাহা অবশ্য গ্রহণীয়, নচেৎ আমার উপর একটা মহৎ ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খাড়া করিবার অভিলাষী হইয়া থাকিলে আপনার উপদেশ অগ্রাহ্য; এই উপদেশ দিবার অধিকার আপনার নাই; নিজে নিষ্পাপ হইয়া পরের পাপের দণ্ড বিধান করিবে, নতুবা নয়, এইরূপ ব্যবস্থা হইলে

অভিভাবক, শিক্ষক, বিচারক ও প্রচারক কেহই স্বীয় কর্ত্তব্য কবিতে পারে না।” অপর একজন সভ্য বলিলেন, “এ-সব বিষয় চেপে যাওয়াই ভাল, নচেৎ নিজেবই বিপদ।” ইহা শুনিযা একজন নব-বিবাহিত সভ্য উত্তেজিত হইযা বলিয়া উঠিলেন, “এরূপ ভ্রষ্টা স্ত্রীব মাথা মুড়াইযা ঘোল ঢালিযা, গালে চূণ কালি মাখাইযা ছাড়িযা দেওযা উচিত।” ইহাব পব সভায ঠাট্টা-তামসা চলিতে লাগিল, গোলমাল উপস্থিত হইল ও সভা ভঙ্গ হইল।

আমি এ বিষযে স্ত্রীব মত জানিতে চাহিযাছিলাম, তিনি বলিলেন, “যদি স্বামীব চবিত্র-দোষে, তাঁহাব নির্ব্বুদ্ধিতাব দরুণ বা অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতাব ফলে স্ত্রী বিপথ-গামিনী হয তবে সে পাপেব জন্য স্বামীই দাযী। সমাজ ও ধর্ম্মশাস্ত্র কেহ অমান্য কবিতে পাবে না; এ অবস্থায স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিলেও স্ত্রীব ভরণ-পোষণেব ব্যয বহন করিতে স্বামী ন্যাযতঃ বাধ্য। অবশ্য এ স্থলে স্ত্রীকে ত্যাগ কবাও স্বামীব অন্যায়। কিন্তু যদি কোন হতভাগিনী স্বভাব দোষে, স্বেচ্ছায় বিপথে যায—প্রাযই তাহা যায না—তবে স্বামীব উচিত সে স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা। কে শত্রু ঘরে পুষিবে? অসতী স্ত্রী কি না করিতে পারে?”

আমার স্ত্রীর নীতি-জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি দেখিযা আনন্দিত হইলাম সত্য, কিন্তু তিনি যে হিন্দু নারী, পতিকে দেবতা জ্ঞান করেন,—তিনি ত এরূপ বলিবেন-ই। স্বাতন্ত্র্যেব পক্ষপাতী-দল ইহার কি মীমাংসা করিবেন? পাশ্চাত্য দেশের নাটক-উপন্যাসে নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যেব পরিণতি কি দেখিতে পাই?

সতীত্ব-আসল ও মেকী।

(প্রতিবাদ)

ফাল্গুন মাসের "মানসী"তে ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত "সতীত্বের কথা" ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিংহ মহাশয়ের লিখিত "প্রতিবাদের উত্তর" আগ্রহের সহিত পাঠ করিলাম। ডাঃ সেনের লেখাটী পড়িলে অনেক প্রশ্ন আপনা হইতে মনে উঠে। কয়েকটী প্রশ্ন নিম্নে লিখিতেছি।

তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা আসল সতীত্ব চাই, মেকীটা চাই না।" কি প্রকারে এই আসল সতীত্ব চেনা যাইতে পারে? আসল সতীত্ব অর্থাৎ অন্তরের শুচিতা কি প্রকারে সম্ভবপর হয় ও কি প্রকারে ইহা রক্ষা করা যাইতে পারে? রায়বাহাদুর সতীত্ব—আসল ও নকল,—রক্ষার একটি সহজ ও সর্ব্বজনবিদিত পন্থা দেখাইয়া দিয়াছেন—প্রলোভন হইতে দূরে থাকা। ডাঃ সেন হয়ত, প্রলোভন জয় করিয়া আসল সতীত্বের পরিচয় দিতে বলিবেন। অন্তরের শুচিতা রক্ষা করিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। মানব দেহই নিষ্পাপ নহে, আজ যে ব্যক্তি বিশুদ্ধচরিত্র, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে কাল সেই ব্যক্তি পাপী হইতে পারে। সময় সময় মনে পাপচিন্তা আপনা হইতেই আসে যায়, ইহাতে মনুষ্যের কোন হাত নাই। মনে মনে শত্রুকে হত্যা করিলে ডাঃ সেন কি তাহার বিরুদ্ধে murder এর charge আনিতে পরামর্শ দিবেন? এইরূপ স্থলে মনে মনে তাহাকে ফাঁসি দেওয়া যাইতে পারে। নরেশবাবুর

মতে মন অপবিত্র হইলেই চরিত্র কলুষিত হইয়া থাকে, "মেকী" সতীত্বের কোন মূল্য নাই, উহা খোলশমাত্র। এইভাবে দেখিলে জগতে কয় জন সাধু ও সাধ্বী পাওয়া যাইবে? কাহার মনে শয়তান মধ্যে মধ্যে উঁকি না মারে? "The old beast is in us" নরেশবাবু আদর্শ সতী চান, তাঁহার আদর্শের চেয়ে ছোট হইলে তাহার কোন মূল্য নাই, মেকী, খোলশমাত্র। যাঁহারা এই বাস্তব জগতে আদর্শ পাইতে চান, তাঁহারা প্রতারিত হন, "Ideal belongs to idea only." আকাশের দিকে চাহিয়া হাঁটিলে হোঁচোট খাইতে হয়। "মেকী" সতীত্ব কি কুসংস্কার? যাঁহারা আদর্শচরিত্র তাঁহাদের জন্য কোন বিধি নিষেধ প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যাহারা সাধারণ মানব তাহাদের জন্য নরেশবাবু কি ব্যবস্থা করেন? ইন্দ্রিয়-ভোগলালসা স্বভাবতঃই মানুষের মধ্যে প্রবল, এই প্রবল রিপুকে দমন করিবার জন্যই সমাজে এত বিধি নিষেধ, এত কঠোর শাসন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা মন্দ হইলে সর্ব্বপ্রথমে অন্তর কলুষিত হয় অর্থাৎ "আসল" সতীত্ব নষ্ট হইয়া থাকে। "Character is a product of heredity and environment." স্ত্রী পুরুষের অবাধ মেলামেশা কি এই আসল সতীত্বের পক্ষে হানিকর নহে? ডাঃ সেনের "ঠানদিদি" নামক উপন্যাসে দেখিতে পাই, একটী পতিপরায়ণা সতী তাঁহার স্বামীর দূর সম্পর্কে মামাত ভাইয়ের প্রতি মনে মনে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া পত্নীপরায়ণ সচ্চরিত্র স্বামী মনঃকষ্টে ও দুশ্চিন্তায় মারা গেলেন। কার্য্যের ফল দেখিয়াই

পাপ পুণ্য স্থির করিতে হয়, যে কার্য্যের ফল দুঃখ, তাহাই পাপ বলিয়া বিবেচিত হয়। বাস্তব জগতে শুধু মনের দিক দিয়া পাপ বিচার করিলে চলে না, তাহা অবিচার হয়। এই প্রকারের পাপের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক একটা ঝোঁক আছে। সাধারণতঃ মানুষ পাপ হইতে বিরত থাকে সমাজ শাসনের ভয়ে, আইনের ভয়ে, লোকনিন্দার ভয়ে, হয়ত পরকালের ভয়েও। এই সকল পরিণাম চিন্তা কি সুচরিত্রের পরিচায়ক নহে? পশুচরিত্র মানবই পরিণাম চিন্তা করে না, রিপুর ক্ষণিক উত্তেজনায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পাপ কার্য্য করে। বিবেকের ভয়ে অতি অল্পসংখ্যক লোকই সংযত থাকে, মানুষের বিবেক অতি দুর্ব্বল বলিয়াই এত কঠোর আইনের শাসন প্রয়োজন হইয়াছে। এই প্রকারের পাপ প্রকাশ হইয়া পড়িলেই বিবেকের তাড়না আরম্ভ হয়, পাপকার্য্য করিবার পূর্ব্বে বিবেকের শক্তি বিশেষ অনুভব করা যায় না। বিবেকের ভয়ও ভয়। ডাঃ সেন বলিতেছেন, "সতীত্ব ঠুনকো জিনিষ নহে, সহজে নষ্ট হয় না।" তাঁহার নভেল পড়িলে ত মনে হয় ইহাকে ঠুনকো বলিয়াই তিনি মনে করেন। তাহা না হইলে আমাদের সমাজে "এত গুপ্তা অসতীর" অস্তিত্ব সম্ভবপর হইল কি প্রকারে? তিনি "পল্লী-সমাজের" ও কাশীর লোকমুখে শোনা কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, আমাদের সমাজে সতীত্বের পরিমাণ বুঝিয়া লইয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি কিরূপে বলিতে পারেন "বাঙ্গালী নারী দলে দলে ছুটিয়া সতীত্বের খোলশ ফেলিয়া দিবেন এরকম আমি মনে

করিতে পারি না।" অন্ততঃ পুরুষের চরিত্রবল ত তিনি জানেন। কামিনী-কাঞ্চনের প্রবল আকর্ষণের কথা মহাপুরুষেরাও এক বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। কিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পতিত হইলে স্ত্রীলোক "গুপ্তা অসতী" হয় তাহা মনস্তত্ত্ববিৎ সর্ব্বজন-পরিচিত ঔপন্যাসিক ডাঃ সেন আমাদের চেয়ে ভালই জানেন। ডাঃ সেন বলিবেন ইহা কড়া শাসনের ফল "বজ্র-আঁটুনি ফস্কা গেরো"।

যাঁহারা অন্ধভাবে সর্ব্ববিষয়ে বিলাতীর অনুকরণ করিতে ভালবাসেন Lloyd's Magazine (June 1920) হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশগুলি আশা করি তাঁহাদের চিন্তার উদ্রেক করিবে।

THE MODERN-MARRIAGE PROBLEM.

Undoubtedly in nine cases out of ten the mad restlessness of the modern woman, discontent with her home, with her lot, with herself, and with her husband most of all, so that although man's unfaithfulness to woman has made countless women mourn in the past, to-day it is the woman who is bearing off the unworthy palm of infidelity "Marry in haste and get divorced at pleasure" seems to be the motto that the average modern bride has adopted."

"There is scarcely a single one of man's vices of which she has left him the monopoly. And if to all others she is going to add that last crowning one of infidelity, it will be a poor look out for the race "

"It would be safe to wager that if divorce could only be forbidden altogether for a decade, not only would the standard of morality in both sexes go up with leaps and bounds, but the number of happy marriages would increase, and the number of unhappy marriages decrease in proportion."

"There are at this moment hundreds of unhapppy men and women who would give all they possess to find themselves unyoked again." There are men and women to whom, even given every inducement and opportunity in the world, faithlessness is simply impossible, either owing to the greatness of their love or their personal pride and sense of self-respect and duty But these are in the minority ; and if an aristocracy of love exists in these modern times, it is I fear, a very

limited one At the same time, it must be conceded that a very great part, if not the greater part, of the breaking of the marriage vow, so far it included faithfulness, by which of course is meant chastity, is due to the wife's neglect, often onintentional no doubt, but still neglect" "She lives for social duties, or for some hobby or other. And the other woman or girl—it is mostly a girl —comes along. Remember that in every marriage there is always the Other woman waiting, just round the corner; sometimes the Other man, but always, always, always, "The other woman." And this is a fact which most wives would do well to bear in mind. Actually nine-tenths of them either forget or ignore her existence until she materialises, and then it is usually too late."

"And we have to remember we must not lose sight of the terrible temptations to which all our men, young and old, married and unmarried, have been and are being subjected on all sides Women young and old, plain and pretty are now-a-days, alas, continually flinging themselves

at men's heads asking only to be allowed to sacrifice themselves."

"I want to be happy. Never mind whether my husband (or wife) is happy or not, so long as I am happy, that is all that matters. I must and I will have happiness, or what at the present moment seems happiness to me. I claim the right to live my own life" "What is the remedy here? That one side or the other shall give in? That again is unthinkable. The man cannot give up his independence, the woman will not give up hers Her soul has grown and expanded She is brighter, happier, more alert, more alive to the meaning of life." "The absolute callousness with which the modern woman has come to regard her marriage vows and her marital obligations, are largely due to the lax moral tone, not only of the last few years, but of the last twenty years."

Mrs Alfred Praga.

ভাবার্থ—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, শতকরা নব্বই জন চঞ্চলপ্রকৃতি নব্য নারী তাহাদের সংসারের প্রতি,

অদৃষ্টের প্রতি, সব চেয়ে বেশী তাহাদের স্বামীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বে অসংখ্য স্ত্রী, স্বামীর চরিত্রহীনতায় মনঃকষ্ট পাইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে স্ত্রীগণই সে বিষয়ে স্বামীদের পরাজিত করিতেছে। "তাড়াতাড়ি বিবাহ কর আর যখন খুশি বিবাহ-বন্ধন ছেদন কর," নব্যা নারীর পক্ষে উহা যেন একটা আদর্শ নিয়ম হইয়াছে। পুরুষেরা যত রকম পাপে লিপ্ত হয়, সেগুলি সমস্তই এখন নারীদেরও আচরণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কোনটাই বাদ নাই। তাহার উপর যদি আবার স্ত্রী ব্যভিচার পাপটিও যোগ করিয়া বসেন তবে এই জাতির পরিণাম শোচনীয় হইবে। নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়, দীর্ঘকাল যদি বিবাহ-বন্ধন ছেদন একেবারে নিষিদ্ধ থাকে তবে স্ত্রী ও স্বামী উভয় পক্ষেরই যে অশেষ নৈতিক উন্নতি সাধিত হইবে তাহা নহে, ইহাতে প্রীতিপদ বিবাহ-সংখ্যার অনেক বৃদ্ধি হইবে এবং অপ্রীতিকর বিবাহ সেই তুলনায় কমিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে শত শত অসুখী স্বামী স্ত্রী আছে যাহারা বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। পৃথিবীতে এমন নারী ও পুরুষ আছেন, যাহারা শত প্রলোভন ও সুযোগ সত্ত্বেও চরিত্রের পবিত্রতা নষ্ট করিবেন না, পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেম, আত্মমর্য্যাদা বা কর্ত্তব্য জ্ঞান ইত্যাদি যে কারণেই হউক। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা কম। বর্ত্তমান কালে একনিষ্ঠ প্রেম অত্যল্প লোকেরই ভিতরে আবদ্ধ। সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীর অবহেলার দরুণ (ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত) স্বামী অসচ্চরিত্র হয়। স্ত্রী

হয়ত নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ বা কোন একটা সখ বা একটা না একটা কিছু লইয়া মত্ত হইয়া দিন কাটায়, সেই সুযোগে অপর একটী স্ত্রীলোক—অধিকাংশ স্থলেই একটী অল্পবয়স্কা যুবতী (girl) স্বামীর কাছে আসিয়া জোটে। মনে রাখা উচিত যে অধিকাংশ স্থলেই অপর একটি স্ত্রীলোক স্বামীকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য অদূরেই অপেক্ষা করিতেছে, কখনও বা স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য অপর একটি পুরুষও ঐরূপে লুকাইয়া থাকে বটে—কিন্তু সর্ব্বদাই "অপর একটী স্ত্রীলোক" থাকিবেই থাকিবে। এই কথাটী প্রত্যেক স্ত্রীর মনে রাখা ভাল। প্রকৃতই শতকরা নব্বই জন স্ত্রী ইহা ভুলিয়া যান বা জানিয়াও ইহা গ্রাহ্য করেন না। অবশেষে যখন বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তখন আর প্রতিকারের সময় থাকে না। যুবক বা বৃদ্ধ, বিবাহিত বা অবিবাহিত সকলেরই জন্য চারিদিকে ভীষণ প্রলোভন জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকেরা, সুন্দরী বা অসুন্দরী যুবতী সকলেই আজকাল ক্রমাগত পুরুষদের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, সতীত্ব রত্ন বিলাইয়া দিবার জন্য তাহারা উদগ্রীব।" আমি সুখ চাই, আমার স্বামীর (বা স্ত্রীর) সুখের কথা ভাবিবার দরকার নাই, আমি সুখে থাকিলেই হইল, যাহা আপাত মধুর, আমার নিকট যাহা সুখ, তাহা আমি নিশ্চয়ই চাই। আমি স্বাধীনভাবে আমার জীবন উপভোগ করিব, ইহাতে আমার অধিকার আছে।" এই সবের প্রতিকার কি? দুজনের মধ্যে একজন হার মানিবে? ইহা কল্পনাতীত। পুরুষ তাহার স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে পারে না।

নাবী তাহার স্বাধীনতা ত্যাগ করিবে না। নারীব আত্মা যে জাগিযাছে,—"এখন নাবী ফুটিযাছে আপন গৌববে, আপন মহিমায।" নাবা এখন জীবনের গূঢ় অর্থ বুঝিতে পাবিযাছে। নব্যানাবী সতীত্ব ও বিবাহিত জাবনেব দাযিত্ব যেরূপ অবহেলাব চক্ষে দেখিযা আসিতেছে তাহাব প্রধান কারণ নৈতিক শিথিলতা। ইহা যে গত কযেক বৎসর হইতে আরম্ভ হইযাছে তাহা নহে, গত বিশ বৎসব হইতে এইরূপ হইযাছে।"

আলোচনা।

(ক) ভৌতিক তত্ত্ব।

গত ২৯শে মে তাবিখের ও তাহার কযেকদিন পূর্ব্বের "অমৃতবাজাব পত্রিকায" ভাইস্ চ্যান্‌সেলাব শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয, মৃত ব্যক্তিব আত্মাব যে বিবরণ প্রকাশিত করিযাছেন তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয, কিন্তু কোন কোন স্থলে সন্দেহও উপস্থিত হয। শ্রীযুক্ত বসু মহাশযেব মৃত পিতাব আত্মা কেন তাঁহাব সহিত মাতৃভাষায় কথা না বলিয়া ইংরাজী ভাষায কথা বলিলেন ? যদি কলিকাতায় এই spirit (আত্মা) আনীত হইত তবে কি spirit ইংবাজী ভাষা ব্যবহার কবিত ? শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যদি মৃত পিতাব সহিত মাতৃভাষায় বাক্যালাপ করিতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইত, ইহাতে

কোন প্রবঞ্চনা আছে কি না। মৃত পিতা পুত্রকে দুই-একটী কথা বলিযাই ক্ষান্ত হইলেন—"In the third space and very happy" আত্মা (spirit) তাঁহার নিজের নাম বলিতে পাবেন নাই কেন? শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের ভ্রাতা প্রথম দিনে নিজেব নামটি শুদ্ধ কবিযা বলিতে পাবেন নাই, দ্বিতীয দিন বলিয়াছিলেন, ইহার কাবণ কি? নাদা একটী ভাবতবর্ষীয মৃত বালিকার আত্মা, সে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশযেব সহিত ইংরাজিতে কথা বলিল কেন? কয জন ভাবতবর্ষীয বালিকা ইংবাজীতে কথা বলিতে পাবে? Spirit ইংরাজী জানিলে সংস্কৃত, উর্দ্দু ইত্যাদি দেশীয ভাষা জানাও তাব পক্ষে সম্ভবপব ছিল। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয কি বিশ্বাস কবেন, তিনি নাদাব সহিত সংস্কৃতে কথা বলিলে spirit সংস্কৃতে তাহাব উত্তর দিতে পারিত? সেই অন্ধকাব-পূর্ণ গৃহে কোন গুপ্ত দ্বাব দিযা Mrs. Cooperএর নিযুক্ত কোন ব্যক্তি "নাদা" সাজিযা তাঁহাকে প্রতারিত করে নাই ত?

শ্রীযুক্ত বসু মহাশযেব মৃত পুত্রেব নাম "গিবীন্দ্রনাথ"; কিন্তু আত্মা নিজেব নাম বলিতে পাবিল না, শুধু বলিল 'in', বোধ হয কল্পিত spirit জীবন্ত ইংবেজ হওযায বাংলা নাম মনে রাখিতে পাবে নাই। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয তাঁহাব মৃতা ভগিনীব আত্মাকে নাম জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তব পাইলেন, "সেজ"। শুধু এই ছোট নামটীই বাংলায় স্পষ্টরূপে উচ্চাবিত হইযাছিল। নাদা শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের মৃতা কন্যার নাম বলিতে পারে নাই, কেবল

বলিয়াছে নামে ছয়টী অক্ষর আছে, নামের শেষাংশ L A। তাহার কন্যার নাম ছিল "সুশীলা"। ইহাতে অনুমান হয়, "নাদার" মাতৃভাষা ইংরাজী। প্রায় স্থলেই দেখা যাইতেছে spirit এর নাম বলিতে যত গোলযোগ, ইহার কারণ কি? শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের পৌত্র তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বে মারা গিয়াছিলেন, কিন্তু নাদা তাহার বিপরীত বলিল,—ভুলিয়া গিয়াছে নাকি? Mrs Cooperএর নিযুক্ত কোন ব্যক্তি গুপ্ত দ্বার দিয়া অন্ধকার পূর্ণ ঘরে আসিয়া (অথবা পূর্ব্ব হইতেই হয়ত তথায় লুক্কায়িত অবস্থায় ছিল) শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের কপালে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করা অসম্ভব নহে। Mrs Cooper ও Mrs Johnson একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া, musical instrument ও trumpet এর সাহায্যে অন্ধকারপূর্ণ গৃহে spirit আনয়ন করেন,—ইহাই কি তাঁহাদের ব্যবসা নাকি? শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের মনেও সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, "Mrs Cooper asked me if my son had "passed over" I kept quiet and did not answsr the question to avoid giving any indication."

৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে "নব্যভারতে" কিছু আলোচনা হইয়াছিল। একজন সুদক্ষ হরবোলা (Ventriloquist) Sir Arthur Conan Doyleকে তাঁহার মৃত পুত্রের আত্মার সহিত আলাপ করাইয়া দিবেন, ইহা বলিয়া তাঁহাকে এক অন্ধকার-পূর্ণ গৃহে লইয়া যান, হরবোলা মৃত পুত্রের স্বর অনুকরণ

করিয়া Sir Conan Doyleএর সহিত বাক্যালাপ করেন ও তাঁহাকে এইরূপে প্রতারিত করেন। তিনি হরবোলার প্রতারণা বুঝিতে পারেন নাই। এই সুদক্ষ হরবোলাটী পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রের সহিত পরিচিত ছিল।

শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের লিখিত বিবরণে কয়েকটী আশ্চর্য্য ঘটনা আছে। আশা করি, সুধীমণ্ডলী এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া সত্য বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন।

(খ) ইচ্ছার কর্ত্তৃত্ব।

যেরূপ কোনো স্থানের জলবায়ু নানাবিধ নৈসর্গিক অবস্থা দ্বারা নিরূপিত হয় সেরূপ অনেক অবস্থার সমাবেশে ও আরও অনেক অবস্থার অভাবহেতু (positive and negative conditions) একটি কার্য্যফল (effect) উৎপন্ন হয়। কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হইতে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি প্রয়োজনীয়।

১। সর্ব্বপ্রথমে বস্তুটি দর্শনীয় হইবে।

২। আলো থাকা।

৩। অল্প আলোক বা অতিরিক্ত আলো না থাকা।

৪। বস্তুটী অতিদূরে বা অতি নিকটে না থাকা।

৫। অন্য বস্তু দ্বারা দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত না হওয়া।

৬। চক্ষুর দোষ না থাকা।

৭। একই জাতীয় দুইটি বস্তু পরস্পর সংমিশ্রিত না হওয়া।

৮। অন্যমনস্ক না হওয়া।

আমরা প্রতিদিনের এত আপদ-বিপদের মধ্যে যে কি প্রকারে বাঁচিয়া আছি, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমার কার্য্যের জন্য আমার ইচ্ছার দায়িত্ব কতটুকু! আমার ইচ্ছা (will) আমার মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া। আমার ইচ্ছাই কি আমার ইচ্ছার কারণ?

আমার হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের কার্য্য কি আমার ইচ্ছায় চলিতেছে? কত অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা (forces and counterforces) যে আমাদের জীবনের গতি নিয়মিত হইতেছে, ইহার মূল কোথায়? ইহা আমাদের কল্পনাতীত। সমুদায় জাগতিক ক্রিয়াই নিয়তির (Causality) অধীন। "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?"

ভক্তেরা যেখানে দেখেন ভগবানের ইচ্ছা, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ ব্যাবহারিক (phenomenal) জগতে, তাহাতে দেখিতে পান নিয়তি (causal connection) বা কার্য্যকারণ-সম্পর্ক অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়ম।

আমাদের বিবেকজ্ঞান, "moral judgment" আকাশ হইতে পড়ে নাই, ইহাও প্রাকৃতিক নিয়মাধীন একটী phenomenon মাত্র। বিবেকজ্ঞান শিক্ষারই ফল; এই শিক্ষাই আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল। যদি মানবের ইচ্ছার (will) স্বাধীনতা থাকিত, যদি উহা কারণাতীত হইত তাহা হইলে সদ্-গ্রন্থ পাঠের ও সৎসঙ্গের কোনই প্রয়োজন থাকিত না, 'সংসর্গজা

দোষাগুণা ভবন্তি' এই উক্তি নিরর্থক হইত। যাহা দেশ-কাল ও নিমিত্তের (time, space and causality) বাহিরে তাহার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না, "The phenomenal is real. At any rate it is real for us who know and can know nothing else." Dr. Paul Carus.

(গ) জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি ?

চিকাগো ইউনিভার্সিটির জনৈক অধ্যাপক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। উহা লণ্ডনের "The Inquirer" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

জ্ঞানের পরিমাণ:—জ্ঞানের পরিমাণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

(১) "তুমি কি সত্যের ও ন্যায়ের জন্য হৃদয়ে প্রকৃতই আকুলতা অনুভব কর ?

(২) তুমি কি দুর্ব্বলের ও পতিতের সহায় ও বন্ধু ?

(৩) তুমি কি দশের হিতের জন্য ভাব ও কাজ কর ?

(৪) তুমি কি দশজনকে ভালবাসিতে পারিয়াছ ও সে বন্ধুতা কি স্থায়ী হইয়াছে ?

(৫) কঠোর জীবন-সংগ্রামের মধ্যে তুমি কি উদারচিত্ত, স্বাস্থ্যবান্ ও সুখী হইতে পারিয়াছ"?

"এরূপ আরও প্রশ্ন আছে, কিন্তু ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদিতে তোমার বিদ্যা কত সে সম্বন্ধে একটী প্রশ্নও করা হয় নাই। ইহা হইতে দেখা যায় যে, কেহ বিদ্বান্ হইয়াও প্রকৃত জ্ঞানী "truly educated" নাও হইতে পারে। অনেকেই ইহা ঠিক বোঝেন না।"

নিমন্ত্রণসভা।

(একটী কক্ষের পার্শ্বে ভুবনবাবু ও ধীরেন্দ্রবাবু সমাসীন, উভয়েই গ্রেজুয়েট এবং স্থানীয় উকীল।)

ভুবনবাবু—কিহে ধীরেন, তোমায় যে সেদিন ব্রাহ্মণ সভায় দেখতে পেলুম্ না। আজকাল যে বড় গা ঢাকা দিয়ে থাক।

ধীরেন্দ্রবাবু—আর ভায়া, তোমাদের ব্রাহ্মণ-সভায় টভায় গিয়ে কি হবে? সেখানে একদল conservative (গোঁড়া) লোক যাঁরা বর্ত্তমান জগতের কোনো খোঁজ খবর রাখেন না, তাঁরা যে উঁচু গলায় বক্তৃতা করেন আর মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের দোহাই দ্যান্, ওসব শুন্‌তে আর আমার ভাল লাগে না।

ভুবনবাবু—তোমার ভাই, ব্রাহ্মণ-সভার সম্বন্ধে বড় ভুল ধারণা। আমাদের সনাতন ধর্ম্ম নানা জাতির অত্যাচারেও নষ্ট হয় নি। আবার আমাদের সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মাথা উঁচু ক'রে জেগে

উঠ্‌চে। এই ছাখ না কেন, আমাদের Universityর graduates, যাঁরা কিছুদিন আগে মনে করতেন হিন্দুধর্ম্মে কেবল গোঁড়ামী আর superstition (কুসংস্কার) তাঁরাই এসে আজ আমাদের সভায় lecture (বক্তৃতা) দিচ্চেন্। তাঁরাই হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য দাঁড়াচ্চেন্। তোমার কিন্তু এ পর্য্যন্ত সাহেবিয়ানার নেশা ছোটে নি। তুমি যে একেবারে westernised হোয়ে গেচ হে! Mill. Bentham ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন তন্ত্র পুরাণ আলোচনা করলে তোমারও নেশা ছুটে যেত।

ধীরেন্দ্রবাবু—তা তো বেশ বুঝ্‌লাম, কিন্তু জিজ্ঞেস করি, "সনাতন ধর্ম্ম", "সনাতন ধর্ম্ম" কোরে তোমরা এত গলাবাজি কর কেন? একবার এই ধর্ম্ম জিনিষটার ব্যাখ্যা আমার কাছে কর না দেখি।

ভুবনবাবু—ধর্ম্ম জিনিষটা এত সহজে তোমায় বোঝান যাবে না। আর অনেক দিন ধোরে তুমি Mill, Bentham পড়্‌চ, ইংরেজনবিশদের সঙ্গ করচ, বামুণের ছেলে হোয়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ছেড়েচ, সহরে যেখানে সেখানে যার তার হাতে খাচ্ছ, কাজেই ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সহজে তোমার মাথায় ঢোকান যাবে না। আগে আমাদের শাস্ত্রগুলো পড়, যার তার হাতে খাওয়া ছাড়, দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্ হও, তারপর এ সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝ্‌তে পারবে। আশ্রয়দোষে তোমার মাথা গুলিয়ে গেচে।

ধীরেন্দ্রবাবু—বেশ বক্‌তে শিখেচ দেখ্‌চি। আমি Mill, Bentham পড়েচি বোলে, আর যার তার হাতে খাই বোলে, ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝ্‌তে পারব না, আর যত বুঝ্‌বে গোঁড়ার দল, তোমরা—গতানুগতিকতাই যাদের ধর্ম্ম। জ্ঞানের রাজ্যেও তোমাদের জাতিবিচার। আচ্ছা, আমি তো অস্পৃশ্যতা মানিনে, তাতে তোমার সনাতন ধর্ম্মের কি ক্ষতি হোলো, বল দেখি?

ভুবনবাবু—ঐটে যে সনাতন ধর্ম্মের গোড়া। আগে গোড়া শক্ত কর ভাই,—

ধীরেন্দ্রবাবু—কিন্তু পাশ্চাত্যেরা যে বল্‌চেন ঐটেই আমাদের অবনতির কারণ।

ভুবনবাবু—আরে রেখে দাও তোমার পাশ্চাত্য। শাস্ত্র পড়্‌বে না, সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝ্‌বে না, কোন্ সাহেব কি বলেচে তাই তোমার কাছে বেদবাক্য, ওরা যে নেহাৎ জড়বাদী, materialist, ওরা অধ্যাত্ম রাজ্যের কি খবর রাখে? শাস্ত্র পড়, সব সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝ্‌তে পার্‌বে।

ধীরেন্দ্রবাবু—আমি কোনো শাস্ত্র পড়ি নি, সত্য, কিন্তু বোধ হয় জগতের কিছু কিছু খবর রাখি। আর বর্ত্তমান জগৎ যাঁকে মহাত্মা বোলে পূজো কর্‌চে তিনি তো বল্‌চেন, অস্পৃশ্যতা একেবারে তুলে দিতে। ইহা যে জাতীয়তা গঠনের বিষম অন্তরায়। বাংলা দেশের লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি, তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এ সবের সংখ্যা

৩০।৪০ লক্ষ, আর বাকী সব অস্পৃশ্য জাতি। এই ৩০।৪০ লক্ষ লোক নিয়েই কি বাঙ্গালীর জাতীয়তা গড়ে উঠবে? "ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না" করলে কি জাতীয়তা গড়ে ওঠে? যে ধর্ম্ম বা যে প্রথা জাতীয়তা গঠনের বাধা জন্মায়, মানুষকে ঘৃণা করতে শিখায়, তাহাই তো সব চেয়ে বড় পাপ। তোমাদের আধ্যাত্মিকতা কথাটার অর্থ আমি বুঝতে পারি নে। আচ্ছা, ভাই, তুমি তো Philosophy নিয়ে M. A. পাশ করেচ, বল দেখি এ তোমাদের কেমন ধারা আধ্যাত্মিকতা। ঐ যে স্বামিজী বোলেছেন, তোমাদের ধর্ম্ম ঢুকেচেন ভাতের হাঁড়িতে, ঐ কথাটা আমার প্রাণে বড় মিষ্টি লাগে। আর তাই বা কি অদ্ভুত বিচার। ইঁদুর, ছুঁচো ভাতের হাঁড়ির উপর ছুটাছুটি করচে, তাতে জাত যাবে না, সে ভাত খেতে পর্য্যন্ত আপত্তি নাই, আর একজন নমঃশূদ্র, তোমারই দেশের লোক, হয়ত তোমার গ্রামবাসী কি প্রতিবেশী, তোমারই ধর্ম্মাবলম্বী,—সে ঘরে ঢুকলেই সব গেল। কি আধ্যাত্মিক যুক্তি এতে থাকতে পারে। মানুষকে মানুষ এত হীন মনে করলে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে না কি? আমরা যে মহাপাপী, আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বহুদিন যাবৎ আরম্ভ হোয়েচে। জগতের কাছে আমরা লাঞ্ছিত, অবমানিত, আমরাইত untouchables। British Colony গুলিতে পর্য্যন্ত আমাদের ঢুকবার অধিকার নেই। আমরা "Inter Class Carriage,

Reserved for Europeans" দেখে কত অন্যায় মনে করি, কিন্তু একবার ভেবে দেখি কি,—আমরা যে এর চেয়ে কত বেশী অত্যাচার আমাদের ভাইবোনদের উপর করে আসচি। যাদের তোমরা জড়বাদী বোলে বিদ্রূপ ক'রে থাক, আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সমস্ত বিষয়ে তাদেরই বিজয়-নিশান উড়চে। আর তোমরা আধ্যাত্মিকতার বৃথা গর্ব্ব নিয়ে দিন দিন রসাতলে যাচ্ছ। হৃদয়হীনতাই কি তোমাদের আধ্যাত্মিকতা।—বলিতে বলিতে ধীরেন্দ্রবাবু কিছু উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহাদের খাবার জায়গা তৈয়ার হইয়াছিল, সকলকেই উঠিতে হইল, কাজেই তর্ক বন্ধ হইল। উঠিবার সময় ভুবনবাবু কিছু বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন,—তুমি যে একেবারে westernised হোয়ে গেলে হে, ধীরেন।

দুঃখবাদ।

মানুষের মন প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব সুখের জন্য লালায়িত, কিন্তু কাহারও সুখের ষোলকলা পূর্ণ হয় না। মানুষ সুখের উপাদানসমূহ,—স্বাস্থ্য, প্রয়োজনানুরূপ ধন-সম্পদ ইত্যাদি লাভ করিলেও তাহার মন কিছুতেই সুখ বোধ করে না; মন কতকগুলি কল্পিত অভাব সৃষ্টি করিয়া বসে। সেই অভাবগুলিকে পূর্ণ করিতে গিয়া সুখের উপাদানগুলিকে হারাইয়া ফেলে, অথচ

কিছুতেই কল্পিত অভাবগুলি সে পূর্ণ করিতে পারে না ; যিনি কিছুরই অভাব বোধ করেন না, তিনিই বাস্তবিক পক্ষে ধনী। "Want of want is real wealth" সাংখ্যকার বলেন, মানুষ যাহাকে সুখ মনে করে তাহা বাস্তবিক পক্ষে অভাবাত্মক, আহার করিলে আমাদের বাস্তবিক সুখ হয় না, ক্ষুধারূপ যন্ত্রণার ক্ষণিক নিবৃত্তি হয় মাত্র, ঔষধ সেবন করিলে বাস্তবিক সুখ হয় না, ব্যাধিরূপ যন্ত্রণার ক্ষণিক নিবৃত্তি হয় মাত্র। বৌদ্ধদর্শন মতেও দুঃখই প্রকৃত, "Sorrow and sorrow alone is all that the Buddhist recognises in this world of illusion ; of nothing else does he think but the removal of this sorrow"—Buddhist Essays. Schopenhauerও এই মতাবলম্বী ছিলেন। মানুষ কোনো অবস্থাতেই প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রে যযাতির উপাখ্যানে সেই তত্ত্বটী সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে,— তিনি যখন পুত্রদের নিকট যৌবন ভিক্ষা চাহিলেন, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু তাঁহাকে আপন যৌবন ফিরাইয়া দিয়া বৃদ্ধ পিতার জরা গ্রহণ করিলেন। তখন যযাতি সহস্র বৎসর পুত্রের যৌবন লইয়া বিষয় ভোগ করিলেন কিন্তু তাঁহার বাসনার নিবৃত্তি হইল না, বরং উহা উত্তরোত্তর বলবতী হইতে লাগিল। একটী বাসনার তৃপ্তি হইতে না হইতেই, সহস্র বাসনা মানুষের মনকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। বুদ্ধিমান যযাতি ইহা বুঝিতে পারিয়া পুত্রকে যৌবন ফিরাইয়া দিয়া তপস্যার জন্য বনে গমন করিলেন। সুখ মায়া-

মরীচিকা, মানুষের জীবনে দুঃখের ভাগ অনেক বেশী, অনেক কষ্টের বিনিময়ে একটু সুখ মিলে, আবার সুখকে পাওয়া মাত্রই আমরা হারাইয়া ফেলি। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই মতকে Pessimism বা দুঃখবাদ আখ্যা দিয়াছেন। যাঁহারা Optimist বা সুখবাদী তাঁহারা দুঃখ জিনিষটার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। Leibnitz এবং Hegel উভয়ই Optimistগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা দুঃখের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া কোনো বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। Leibnitz বলিয়াছেন, "The world is the best of all possible worlds." Hegel বলিয়াছেন, 'Evil is a necessary phase in the self-evolution of the Absolute" এসব কথার সমষ্টি মাত্র, ইহাতে প্রকৃত জিনিষের কোন ব্যাখ্যাই হয় না। যাঁহারা Intuitionist তাঁহারা যেখানে কিছুই আর খুঁজিয়া পান না, সেখানে কল্পনাবলে একটা কিছু সৃষ্টি করিয়া লন এবং তাহাকে ব্রহ্ম বা Absolute নাম দিয়া পরম শান্তি অনুভব করেন। যিনি আত্ম-প্রতিষ্ঠিত, অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, যিনি পূর্ণ (perfect) তিনিই Absolute, "The word 'Absolute' has two meanings It may mean what is out of relation and it is clear that no object of knowledge can be out of relation to the mind that knows it. It may also mean what is perfect."—History of Philosophy By Thilly.

সমস্ত পদার্থ ই বিজ্ঞতার জ্ঞানের বিষয়ীভূত, জ্ঞান নিরপেক্ষ হইয়া কিছুই থাকিতে পারে না,—দ্রষ্টা ব্যতীত দৃষ্ট থাকিতে পারে না "Its essi is percipi." জ্ঞানে যাহার বিকাশ তাহাই আছে। Absoluteও আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত, কিন্তু যাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত তাহা সীমাবদ্ধ, অতএব দেশ-কাল ও নিমিত্তকে (time, space and causality) ছাড়াইয়া যাইতে পারে না, সুতরাং যাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত, যাহা সসীম, তাহা কখন Absolute হইতে পারে না। অতএব দ্বৈতবাদের উপর Absolute দাঁড়াইতে পারে না, বরং বেদান্তের অদ্বৈতবাদের দ্বারাই Absoluteএর ব্যাখ্যা হইতে পারে। অদ্বৈতবাদী বলেন, —আমিই সেই Absolute. "The true Self according to the Vedanta is all the time free from all conditions, free from names and forms"—Max Muller. জন্ম-মৃত্যু, আমারই মনঃকল্পিত। আমি অজ ও অমর। আমার জন্ম আমি প্রত্যক্ষ করি নাই। আমার মৃত্যুও আমি কখন প্রত্যক্ষ করিব না। আমি মায়া প্রভাবে রামশ্যামকে সৃষ্টি করিয়া মায়া প্রভাবেই উহাদের মৃত্যু ঘটাই, উহারা জন্মেও না মরেও না, উহাদের পারমার্থিক (real) কোনো সত্তা নাই, ব্যাবহারিক সত্তা আছে মাত্র। আমি অবিদ্যা বশতঃ সিদ্ধান্ত করি যে, আমিও জন্ম মৃত্যুর অধীন। দেশকাল আমারই মনের কল্পনা, (forms of perception) উহাদের কোনো বাস্তব (objective) সত্তা

নাই। আমিই একমাত্র সৎ ও নিত্য বস্তু, আর সমস্তই আমার কল্পিত পদার্থ—আমার কল্পনার সৃষ্টি "The world is Maya. All is illusive, with one exception of my own "Self" of my Atman.'—Outlines of Indian philosophy—By Dr. Paul Deuessen "আমার বোধ হয় যে, এই রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ—ইহারা যেন আমার বাহির হইতে আসিতেছে কিন্তু যদি আমি বাহ্যজগৎকে বিশ্লেষণ করি তাহা হইলে এই রূপরসগন্ধাদি অনুভূতির অতিরিক্ত আর কিছুই খুঁজিয়া পাই না।" আমি ঐন্দ্রজালিক শক্তি (মায়া) প্রভাবে এই রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহার সহিত লীলা করিতেছি। আমি দেশকাল ও জন্ম-মৃত্যুর অতীত, আমি অনাদি ও অনন্ত। আমি আছি, ইহা স্বতঃপ্রমানিত। ইহাই অদ্বৈতবাদ। বেদান্তের কোনো কোনো ভাষ্যকার জীবকে (individual soul) ব্রহ্মের অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য একথা স্বীকার করেন না কারণ অংশ দ্বারা দেশে বিস্তীর্ণ ও কালে বিদ্যমান বুঝায়, ছোট আর বড় এই দুই প্রভেদের মূলে Space. অংশ দেশকালব্যাপী,—কিন্তু আবার দেশকালই জীবাত্মার কল্পনা প্রসূত, জীবাত্মা দেশ ও কালের অতীত, সুতরাং জীবাত্মা ব্রহ্মের অংশ হইতে পারে না। "Time and space are empirically real but transcendentally ideal"—Kant "We are not in space but space is within us"—Lotze. ব্রহ্ম অনন্ত, কোনো বস্তুর সহিত

ব্রহ্ম তুলনীয় নহে, জড়বস্তুর গুণ ইহাতে আরোপিত হইতে পারে না। ব্রহ্ম এবং জীবের মধ্যে ভেদজ্ঞান মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা। The 'Jiva' cannot be a part of Brahman (Ramanuja), because Brahman is without parts (for it is timeless and spaceless, and all parts are either successions in time or Co-ordinations in space,—as we may add),—neither a different thing from Brahman (Madhava), for Brahman is ekam eva advitiyam, as we may experience by anubhava,—nor a metamorphose of Brahman (Vallava), for Brahman is unchangeable (for, as we know now by Kant, it is out of causality) The conclusion is, that the 'Jiva' being neither a part, nor a different thing, nor a Variation of Brahman, must be the Paramatman fully and totally himself"—Outlines of Indian Philosophy—Dr. Paul Deussen.

ব্রহ্ম বা আত্মা, জীবাত্মা বা পরমাত্মা সম্পূর্ণরূপে একই বস্তু, সেই বস্তুই "আমি"। আমিই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়; জ্ঞাতা আমি স্রষ্টা (Subject), জ্ঞেয় আমি সৃষ্ট (object)—"It is my Ego that objects itself as phenomena" 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

যিনি Absolute তাঁহার আত্ম-প্রকাশের জন্য evil এর প্রয়োজন হইবে কেন? যদি Absoluteএর পক্ষে evil একান্ত প্রয়োজনীয় হয় তবে evilএর জন্য মানব দায়ী হইতে পারে না। মোটের উপর এসব কথায় প্রাণ সাড়া দেয় না, মন বুঝ মানে না।

কেহ কেহ বলেন,—ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদিও ইহ-কালে কখন কখন কষ্ট ভোগ করেন তাহা ক্ষণস্থায়ী, কেননা তিনি পরলোকে গিয়া অনন্ত কাল স্বর্গ সুখ ভোগ করিবেন, পুণ্যের পুরস্কার পাইবেন। অতএব পুণ্যাত্মার পক্ষে দুঃখের কোনো অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়। কয়জন স্বর্গরাজ্যে যাইবার অধিকারী? এই স্বর্গরাজ্যটী কি রকম? স্বর্গরাজ্যের কল্পনা এই মর্ত্ত্য-রাজ্যেরই একটী রঙ্গিন প্রতিমূর্ত্তি নহে কি? পুণ্য কার্য্য করিলেই সুখী হওয়া যায় না, সুতরাং পুণ্য ও সুখের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া হয়ত মনকে প্রবোধ দিবার জন্য Kant, God, Immortality of the soul and Freedom of will প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।—Critique of Practical Reason দার্শনিক প্রবর Lotz "Problem of Evil" এর সমস্যা লইয়া বিষম গোলযোগে পড়িয়াছেন, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণের মত আলোচনা করিয়া অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন, Pessimism as a theory is equally tenable as optimism সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য দেখিলে, সরকারি হাসপাতালের হৃদয়বিদারক দৃশ্য ভাবিলে কাহার না

প্রাণ কাতর হয়। পরের দুঃখে দুঃখানুভব করাও ত দুঃখ। বস্তুতঃ মানব জীবন এতই দুঃখপূর্ণ যে ইহাকে অস্বীকার করিলে জীবন সমস্যারই সমাধান চলে না, ধ্রুববাস্তবকে বাদ দিয়া চক্ষু, কর্ণ, বুদ্ধি, মন বন্ধ করিয়া যে দর্শনের সৃষ্টি হয় তাহাতে পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে কিন্তু তাহা অসার, ভিত্তিহীন। এত দুঃখের মধ্যেও যে মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে চাহে তাহা সুখের আশায় নহে ; মানুষ মরিতে ভয় পায়,—

"But that the dread of something after death,
The undiscover'd country, from whose bourn
No traveller returns, puzzles the will,
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of ?"—

Hamlet.

সত্যের সন্ধান।

প্রৌঢ়ত্বের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, বাল্য ও যৌবনের আমোদ উল্লাস আর ভাল লাগে না। অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি লাভ করিতে কতই না কষ্ট ভোগ করিয়াছি। কিন্তু ইহাতে তৃপ্তি পাইলাম কোথায় ? স্নেহ, মমতা, বন্ধুত্ব, ভালবাসা সবই ক্ষণ-ভঙ্গুর, প্রায়ই স্বার্থজড়িত। সাংসারিকতায় যে এত অশান্তি তাহা কি পূর্ব্বে জানিতাম ! আত্মীয় স্বজনের অকাল মৃত্যুতে

হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এই তো ক্ষণস্থায়ী জীবন। অনেক সময় মনে হয় এই দুর্ব্বহ জীবনভার বহিয়া লাভ কি? ঐ অবস্থায় স্বভাবতঃই মন সৎ বস্তু পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।

সত্য লাভের জন্য প্রথমে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের সাহায্য লইলাম। কিন্তু দেখিলাম ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যে যথার্থ সাক্ষ্য দিয়া আমাদের স্বরূপ জ্ঞান লাভের সাহায্য করিতেছে তাহার প্রমাণ কি? আমরা অনেক সময় ইহাদের দ্বারা প্রতারিত হইয়া থাকি। চক্ষু রগড়াইবার সময় আমরা হঠাৎ বিদ্যুতের চমকের ন্যায় কি যেন অনুভব করি, যদিও বাহিরে ইহার কোনো অস্তিত্ব নাই। এমন অনেক বস্তু আছে যাহা আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না, অনেক শব্দ আছে কাণে শুনিতে পাই না, মাথায় উকুনের ভার আমরা অনুভব করি না, কিন্তু পিপীলিকা দূর হইতেও বোতলে আবদ্ধ চিনির গন্ধ পায়, শকুনি শূন্যে থাকিয়াও কোথায় গরু মরিয়াছে জানিতে পারে। আমাদের ইন্দ্রিয় সকল যদি ভিন্ন প্রকারে গঠিত হইত তাহা হইলে আমাদের বস্তুজ্ঞানও ভিন্ন প্রকারের হইত। আর একটী অধিক ইন্দ্রিয় থাকিলে হয়ত আমরা একটী নূতন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিতাম। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, কোনো দুইজন দ্রষ্টা ঠিক এক রকম দেখেন না। নিম্ন আদালতের নথি-পত্র দেখিয়া হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমাদের অতীত বিষয়ের স্মৃতি যে

সত্য তাহাই বা বুঝিবে কি প্রকারে? উহা প্রমাণ করিতে স্মৃতির উপরই নির্ভর করিতে হয়।

এই যে রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দময় পরিদৃশ্যমান জগৎ—ইহা যে সত্যসত্যই আমার বাহিরে তাহার কি প্রমাণ আছে? (Kant has demonstrated, that space, time and causality are not objective realities, but only subjective forms of our intellect and the unavoidable conclusion is this, that the world, as far as it is extended in space, running on in time, ruled throughout by causality, in so far, is merely a representation of my mind and nothing beyond it.—Outlines of Indian Philosophy. "Matter is a form of thought. Space and time are only forms of thought. Space is the form of external perception, and time is the form of internal perception." We know of nothing entitled as substance except individual perception."—The Philosophy of Kant By Lindsay. এই বাহ্য জগৎ আমরা মানিয়া লই, ইহা না মানিলে জীবনযাত্রা চলে না, আদান প্রদানে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ইহা মানিতে আমরা বাধ্য, সেই জন্য আমরা ইহাকে ব্যাবহারিক হিসাবে সত্য (Pragmatic truth) বলিতে পারি, "Pragmatism asserts that the only test of truth is to be found in its

bearing upon human interests and purposes". যাহা আমার পক্ষে সত্য, তাহা আমার নিজস্ব সত্য। পারমার্থিক হিসাবে সত্য,—সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌম সত্য (absolute reality) কি, তাহা কে বলিবে? জীবনসংগ্রামে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে, (natural selection) যেমন ব্যাঘ্রের থাবায় ধারাল নখ গজাইয়াছে সেই প্রকার মানুষেরও মাথার খুলিরমধ্যে একরাশি সারবান মগজ জন্মিয়াছে। বুদ্ধি মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া। বুদ্ধি মানুষের আত্মরক্ষার অস্ত্র বিশেষ, ইহা মানুষকে জীবনসংগ্রামে সাহায্য করে মাত্র। ইহা দ্বারা মানব কি প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে? দার্শনিক প্রবর Kant এই সব বিষয়ের কোনো মীমাংসা করিতে পারেন নাই। তিনি Critique of Pure Reason নামক গ্রন্থে God, Freedom and Immortality সম্বন্ধে বিরুদ্ধ-যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচরাচর যে সকল প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় তিনি উহার কোনোটার উপরই আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। আত্মার অবিনাশিতা সম্বন্ধেও কোনো প্রমাণ তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। তিনি তাঁহার "Critique of Pure Reason" এ "Transcendental Dialectic" অধ্যায়ে পরস্পর বিরুদ্ধ মত যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন। একবার তিনি প্রমাণ করিতেছেন, "The world has a beginning in time, and is limited also in regard to space." পক্ষান্তরে

তিনিই দেখাইতেছেন, "The world has no beginning and no limits in space, but is infinite, in respect both to time and space." একবার তিনি দেখাইতেছেন "Every compound substance in the world consists of simple parts, and nothing exists anywhere but the simple or what is composed of it" আবার তিনিই ইহার বিরুদ্ধ মতকে যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। একবার তিনি বলিতেছেন "Causality, according to the laws of nature, is not the only causality from which all the phenomena of the world can be deduced In order to account for these phenomena it is necessary also to admit another causality, that of freedom" (Thesis)—কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না, অনেক ঘটনা নিরূপণ করিবার জন্য ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয়।

পুনরায় তিনিই বলিতেছেন, "There is no freedom, but everything in the world takes place entirely according to the laws of nature." (Antithesis)—স্বাধীনতা বলিয়া কিছু নাই, সমস্ত ঘটনাই প্রাকৃতিক নিয়মে, কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।

এইরূপ বিরুদ্ধ মতবাদের অবতারণা করিয়া অবশেষে Kant

উহার প্রকৃত মীমাংসার (Solution of the antinomies) চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তিনি Pure Reason এর ভিতর দিয়া ঐগুলির কোনো সমাধান করিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি ঐগুলির সমাধানের জন্য phenomenaর রাজ্য ছাড়িয়া Noumenon এর রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন, God, Freedom and Soul প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু যে আলোকের সন্ধানে তিনি তাঁহার জীবনের সমস্ত সাধনা নিয়োগ করিয়াছেন, সেই আলোকের সন্ধান লাভে তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি চরম তত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া যে পরস্পর-বিরোধী মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে তিনি নিজেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। Phenomena ও Noumena—Pure Reason ও Practical Reason এর মধ্যে তিনি হাবুডুবু খাইয়াছেন। তিনি Pure Reason এ যে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারেন নাই, Practical Reason এ সেগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। God, Freedom and Immortality তাঁহার মতে Moral judgment এর Postulates বা স্বীকার্য্য, কেননা, ইহা স্বীকার না করিলে নীতির ভিত্তি উড়িয়া যায়। Kant এর মতে যুক্তির দ্বারা এই সকল বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না। Kant এর ন্যায় চিন্তাশীল মনীষীও কোনো চরম সত্যের সন্ধান লাভ করিতে পারেন নাই। Kant এর পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ, (Fichte, Schelling, Hegel প্রভৃতি) তাঁহার মতবাদের সমালোচনা করিয়া আপন আপন মতের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

Kant এর মতে ঈশ্বর Moral judgment এর Postulate, অতএব তাঁহার মতে ঈশ্বর সগুণ। কিন্তু Fichte বলিতেছেন, "The Absolute-Self is the mind which thinks and wills in me when I think or will aright. This moral order we may call God and beside or outside of it there is no God."—আমাদের বিবেককেই (conscience) ভগবান্ বলা যাইতে পারে,ইহা ছাড়া স্বতন্ত্র কোনো ভগবান নাই। Fichte, "moral judgment" স্বীকার করিয়াও অন্য কোনো God স্বীকার করেন নাই। আবার Schopenhauer, religion স্বীকার করিয়াও কোনো God (সগুণ ঈশ্বর) স্বীকার করেন নাই, তিনি বলেন religion এর সহিত কোনো সগুণ ঈশ্বরের সম্বন্ধ নাই, "Religion in Schopenhauer's view has nothing to do with a personal God." Spinoza প্রকৃতিকেই ঈশ্বর বলেন, তিনিও কোনো সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন না, "Spinoza expressly denies personality and consciousness to God. He has neither intelligence, feeling nor will. He does not act according to purpose, but everything follows necessarily from His nature, according to Law, this action is causal not purposive. He is identified with the universe"—History of Philosophy By Thilly

মনীষী দার্শনিক Hume বলিয়াছেন যে, "সরলপ্রকৃতি

বার্কলি" ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা দ্বারাই আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ খণ্ডন করা যায়, "Hume shows ingeniously that 'The good Berkeley's' argument for the existence of God could be turned round to disprove the existence of the soul, and he concluded that religion was a sphere with which reason had no concern." দার্শনিকগণের ভিতর এইরূপ মতভেদ দেখিয়া আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয় "In philosophy one doctrine is as good as another, and therefore none are worth very much"—দর্শনশাস্ত্রে যে সকল বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায় তাহার প্রত্যেকটীই বেশ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং কোনো মতেরই বিশেষ কিছু মূল্য নাই। দার্শনিকগণও সমস্ত জীবন অন্ধকারে হাতড়াইয়া গিয়াছেন। কোনো যুগে কোনো ঋষি বা মনীষী এ সমস্ত বিষয়ে কোনোই চরম মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। আমাদের দেশেও ঋষিগণের ভিতর বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল, সেই জন্য যুধিষ্ঠির "কঃ পন্থাঃ?" এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ,

নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

ধর্ম্মতত্ত্ব গুহানিহিত হইল। পণ্ডিতগণ মহাজনের পথের অনুগামী হইতে বলিলেন। মহাজন কে? ইহার মীমাংসা হইবে কি? মহাজনগণের ভিতরও তো মতবিরোধ দেখিতে পাই। কেহ বলিতেছেন,—জগৎ সত্য, ব্রহ্ম মিথ্যা, আর কেহ বা বলিতেছেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। সাংখ্যদর্শন বহুজীববাদী, বেদান্ত একজীববাদী, "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। সাংখ্য মতে জগতের সৃষ্টি অচেতন প্রকৃতি হইতে আর বেদান্ত মতে জগতের সৃষ্টি আত্মা হইতে। বৌদ্ধদর্শন মতে সমস্তই ক্ষণিক জ্ঞান (sensations); আত্মা বলিয়া স্বতন্ত্র কোনো পদার্থ নাই "Though there is I-consciousness there is no real "I" unit". সুপ্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিৎ William James লিখিয়াছেন, "For twenty years past I have mistrusted "consciousness" as an entity; for seven or eight years past I have suggested its non-existence to my students."—বিগত কুড়ি বৎসর যাবৎ আমার একটী ভুল বিশ্বাস ছিল যে, মন একটী স্বতন্ত্র পদার্থ, কিন্তু গত ৭।৮ বৎসর যাবৎ আমি আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া আমার ছাত্রদিগকে বলিতেছি যে, মনের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

Schopenhauer বলেন, বাসনাই দুঃখের মূল; প্রসিদ্ধ দার্শনিক Nietzche বলেন, ঠিক ইহার বিপরীত—"Will to power."

Nietzche made Schopenhauer's devil 'Will to power' into his God." Nietzcheর মতে দয়ামায়া মনের দুর্ব্বলতা ; Religion is for the weak—দুর্ব্বলের বল, "বল হরি বল।" "Superman" তাঁহার লক্ষ্য, তিনি জার্ম্মান জাতিকে "Will to power" মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া যুদ্ধে মাতাইযাছিলেন, তাহাব ফলে বর্ত্তমানে জার্ম্মান জাতির এই দুর্দ্দশা, "নিযতিঃ কেন বাধ্যতে ?"

Kantকে সমালোচনা করিতে গিয়া Fichte প্রমুখ দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, "This 'thing-in-itself' was itself, after all, only a creature of the mind, that to suppose there need be anything in our experience which is not produced by the mind from its own resources, is only an inconsistent relic of that "dogmatic" way of thinking of which it had been Kant's great aim to get rid". আবার Fichteই বলিতেছেন,—Divisible Ego posits a divisible Non-Ego to realise itself in the Absolute Ego. এসব দার্শনিকের হেঁয়ালি। Kantএর "dogmatism"এ Fichte যে দোষারোপ করিয়াছেন, বিচার করিয়া দেখিলে Fichteর প্রতিও সেই দোষ আরোপিত হয়। Kantএর "Thing-in-itself" যদি মনঃকল্পিত ও অন্ধবিশ্বাস প্রসূত

হয় তবে Fichteর 'Absolute Ego"ই বা কেন ঐরূপ মনঃকল্পিত হইবে না? Fichteর Egoই পরিণামে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাইয়া ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি সমস্ত জার্ম্মাণ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার Self-conscious Egoর দোহাই দিয়াছিলেন। দার্শনিক পণ্ডিতদের মধ্যেও মতের পরস্পর এত অনৈক্য দেখিযা দুই গুলিখোরের গল্প মনে পড়ে,—এক গুলিখোর আর এক গুলিখোবকে দেখিয়া বলিতেছে,—"ভাই, এক স্থানে দেখিলাম জলের ভিতর আগুন লাগিয়াছে ও মাছগুলি গাছে উঠিতেছে। আব এক গুলিখোর ইহার উত্তরে বলিল—দূর গাধা, মাছ কি গরু নাকি যে গাছে উঠ্‌বে?"

কেহ কেহ আছেন যাহা যত দুর্ব্বোধ্য ও জটিল তাহাতে তত শ্রদ্ধাবান্। দার্শনিকদের মধ্যে কেহ Materialist, কেহ Sensationalist, কেহ বা Idealist, (Hume, Mill, Berkeley প্রভৃতি)। "শঙ্করের মতে নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য—সগুণ নহেন; এবং রামানুজের মতে সগুণ ব্রহ্মই সত্য—নির্গুণ নহেন"। —গীতায় ঈশ্বরবাদ। কোন মতটী সত্য—সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক সত্য? সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক Comte বলেন, মানব সভ্যতার তিনটী স্তর। প্রথম স্তব—দৈবশক্তিতে বিশ্বাসের যুগ (The Theological Stage), দ্বিতীয় স্তর—দার্শনিকের হেঁয়ালি ও বিভিন্ন মতবাদের ছড়াছড়ির যুগ (The meta-physical Stage), আর তৃতীয় স্তর—বাস্তবতার যুগ.—সহজ,

সরল, সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের যুগ, বিজ্ঞানের অনুকূল মতবাদের যুগ (The positivistic Stage.)

নানা জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র কিছু আলোচনা করিলাম; একই ঈশ্বর বিভিন্ন জাতির জন্য পরস্পর বিরোধী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করিব? কোনো পরমকারুণিক পরমেশ্বর যে আছেন তাহাও তো যুক্তি দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি বুঝিতাম, কোনো ধর্ম্মশাস্ত্র বা কোনো ধর্ম্মপ্রচারক বিশ্বমানবের নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণসাধন করিয়াছেন, তাহা হইলে না হয় সেই ধর্ম্ম সত্য ও মঙ্গল স্বরূপ মনে করিয়া তাহারই সাধনায় জীবনপাত করিতাম। কিন্তু কৈ? কোথাও তো নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ দেখিতে পাইলাম না। মঙ্গলামঙ্গল যে পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Edward Gibbon বলিয়াছেন যে, উদার খৃষ্টধর্ম্ম সুবিশাল রোমান সাম্রাজ্যের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। কেহ কেহ বলেন, সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মও ভারতের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। বুদ্ধদেবের উদার ধর্ম্মপ্রচারের ফলে ভারতবাসী আত্মরক্ষার শক্তিটুকুও হারাইয়াছে। বৌদ্ধদের সন্ন্যাসবাদ দেশের অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, "বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন দেশের শ্রেষ্ঠ লোকগুলির বংশ ধ্বংস করিয়াছিল তেমনই উহা আবার সমাজের অপদার্থ লোকগুলির বংশ বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। ইংলণ্ডের ফৌজদারি আইন অত্যন্ত বর্ব্বরোচিত ছিল, স্বল্প অপরাধেই লোকের প্রাণদণ্ড হইত, কিন্তু এই কঠোর

ব্যবস্থা' প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের দুষ্ট ও অলস লোকদিগের বংশ ধ্বংস করিয়া জাতির উন্নতিবিধান করিয়াছে। ঐতিহাসিকগণ চারিপার্শ্বের অবস্থাকেই জাতীয় উন্নতির প্রধান কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জাতির উন্নতি ও অবনতি নিয়তির হস্তে, তাই আমার ধারণা জাতির উন্নতি ও অবনতি মানুষের বুদ্ধির অতীত, এক দুর্জ্ঞেয় শক্তির বলে পরিচালিত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ এই শক্তিকে নিয়তি এবং ভক্তগণ এই শক্তিকে ভগবান বলিয়া থাকেন। যখন কোনো পতিত জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে তখন তাহার চারিদিকের অবস্থা ও বুদ্ধি এমন নিয়মিত হয় যে, তাহার প্রতিভাশালীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, তাহার উন্নতি কেহই রোধ করিতে পারে না।”—“ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটী বৈজ্ঞানিক কারণ”, প্রবাসী– চৈত্র, ১৩২০।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবেই ভারতে অনেকাংশে বিজ্ঞানের অবনতি ঘটিয়াছে। বৌদ্ধেরা শবব্যবচ্ছেদ (Dissection) প্রথাকে নিষ্ঠুর ও অধর্ম্মমূলক বিবেচনা করিতেন। মহারাজ অশোক তাঁহার রাজত্বকালে এই প্রথা বন্ধ করিয়া দেন। এই প্রথা বন্ধ হওয়াতেই শারীরবিজ্ঞানের (Physiology) উন্নতি হইতে পারে নাই, অস্ত্রচিকিৎসা (Surgery) লোপ পাইয়াছে। এই প্রথা প্রচলিত থাকিলে ভারতে কায়চিকিৎসার (Medicine) ন্যায় শারীরবিজ্ঞান ও অস্ত্রচিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারিত। বুদ্ধদেবের প্রচারিত যে ধর্ম্মনীতি নিখিল জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল সেই ধর্ম্মের ফলেই আবার

অন্যদিকে বিজ্ঞানের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য হরিপ্রেমের বন্যায় সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার উদার প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের ফলেই বাংলাদেশে অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্য ভাবের দিকটা এতটা ফুটাইয়া তুলিয়াছে যে জগতের সাহিত্যে ইহার তুলনা নাই। কিন্তু আবার তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারের ফলে ও আরও অন্যান্য কারণে দুর্ব্বল বাঙ্গালীজাতি আরও দুর্ব্বল, নির্বীর্য্য, জাতীয়তাহীন ও সর্ব্বপ্রকারে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। উদার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গালীর আত্মরক্ষার ক্ষমতাটুকুও লোপ পাইয়াছে। মনুর সমাজনীতি হিন্দুর জাতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে, সত্য, কিন্তু অপরপক্ষে অস্পৃশ্যতামূলক শ্রেণীবিভাগ দ্বারা ও "অষ্টবর্ষে ভবেৎ গৌরী" ইত্যাদি ব্যবস্থা দ্বারা হিন্দুজাতির অকল্যাণ সাধন করিয়াছে। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" ইত্যাদি অনুশাসনের ফলে বঙ্গদেশে যে স্ত্রীজাতি অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হইতেছে, ইহা সত্যের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কে অস্বীকার করিতে পারেন? আমাদের অধঃপতনের ইহাও অন্যতম কারণ, "Take care of your women and the race will take care of itself." আবার পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীস্বাধীনতার ভিতরেও তো কম গলদ দেখিতে পাই না। সে দেশে ইহারই ফলে পারিবারিক বন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল (absolute good) কিছুই নাই, শুধু ভালটুকু পৃথক করিয়া আনা যায় না, ভালর

যুক্তে মন্বন্তর প্রভৃতি আরও অনেক আনিয়া থাকে। ধর্ম্মমত (religion) এবং দেশহিতের (patriotism) নামে আমাদের দেশেও কতই না পৈশাচিক কার্য্য সাধিত হইয়াছে, "Patriotism is a kind of selfishness which a person feels for his own country". দর্শন ও বিজ্ঞান দ্বারা মানবজাতির কল্যাণ এবং অকল্যাণ উভয়ই সাধিত হইয়াছে কিন্তু কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশী হইয়াছে কিনা কে বলিবে? মহাপুরুষ এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি দ্বারাও সময় সময় জাতির অকল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। জার্ম্মানীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক Nietzche প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

কোথাও সত্যের দর্শন লাভ হইল না, প্রাণের পিপাসা মিটিল না, তখন সহজাত সংস্কারের (intuition) উপর নির্ভর করিলাম। নিজের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, সহজাত সংস্কার বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। যদি মানব সমাজের বাহিরে প্রতিপালিত হইতাম তাহা হইলে হয়ত বুঝিতে পারিতাম প্রকৃত intuition কোনটি। কিন্তু শিশুর জন্ম গ্রহণের পরেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহার উপর এরূপভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে যে, তাহার সহজসংস্কার অনেক পরিমাণে বিকৃত হইয়া পড়ে; বীজ (heredity) ও ক্ষেত্রের (environment) সংযোগেই ব্যক্তিত্ব (individuality) বিকাশ। বাল্যকালে যাহা সত্য বলিয়া মনে করিতাম তাহা এখন স্বপ্ন বলিয়া বুঝিতেছি, দুই বৎসর পূর্ব্বে যাহা সত্য বলিয়া মনে

করিতাম, এখন দেখিতেছি তাহা অন্ধবিশ্বাস মাত্র। পরিবর্ত্তনশীলতাই প্রকৃতির নিয়ম; দীপশিখার ন্যায় আমিও প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছি,—"No man can bathe twice in the same river." বৌদ্ধদিগের ন্যায় Heraclitus এবং Bergson ও এই মতাবলম্বী; Hegel এর মত Bergson কোনো অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা (absolute) স্বীকার করেন না।

Ptolemic theory তে বলিত পৃথিবী স্থির কিন্তু এখন বিশ্বাস অন্যরূপ। Intuitionistও সকলে একই সত্যে উপনীত হন নাই।

সহজাত সংস্কার অথবা প্রজ্ঞা (reason) দ্বারাও সত্য পাওয়া গেল না। মনে করিলাম সাধুসঙ্গ দ্বারা শান্তি পাইব, নানা তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া বহু সাধুসন্ন্যাসীর দর্শন-লাভ করিলাম কিন্তু সেখানেও যথার্থ বস্তুর সন্ধান মিলিল না। দেখিলাম সেখানেও বুজ্‌রুকি ও অর্থলোলুপতা, অনেকে মোহান্ত সাজিয়া অহঙ্কারের বোঝা লইয়া বকধার্ম্মিক হইয়া বসিয়া আছে, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পথে সুখ অন্বেষণ করিতেছে। তারপর পৃথিবীর কর্ম্মবীরগণের জীবনী পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। মনে করিলাম কর্ম্মদ্বারাই জীবনে শান্তি আনিব কিন্তু সেখানেও দেখিলাম জাতিগত স্বার্থই বীরত্বের ও কর্ম্মের প্ররোচক। উহাদের দ্বারা নিখিল মানব-সমাজের কি প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে? জাতিগত স্বার্থই তাঁহাদের নিকট বড়। দুর্ব্বল জাতিকে পদদলিত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠাই কি বীরত্ব? সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও ধর্ম্মবেত্তা

(theologian) Hegel স্বজাতির প্রতি প্রীতি বশতঃ বলিয়াছেন, "Asia was doomed to be dominated by Europe" কিন্তু আবার মনে হইল "A cosmopolitan loves all countries but his own."

রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান কিছুতেই প্রাণে শান্তি দিতে পারিল না। সকল দেশেই রাজনীতিতে দেখিতে পাইলাম,—অভিজাতবর্গের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্যই আইনের সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা; সমাজনীতিতে দেখিতে পাইলাম,—ধনসেবা ও ধনিসেবা, ধনীর পোষণের জন্য শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের রক্ত শোষণ; ধর্ম্মনীতিতে দেখিতে পাইলাম,—শুধু বাহ্যাডম্বর, কপটতা, অবিচার, মিথ্যাচার, প্রাণহীন শুষ্ক অনুষ্ঠান। দর্শনশাস্ত্রে দেখিতে পাইলাম,—কথার কাটাকাটি, মতবাদের ছড়াছড়ি। বিজ্ঞানেও দেখিতে পাইলাম,—নিয়ত মতের পরিবর্ত্তন। কোথাও তো সত্য খুঁজিয়া পাইলাম না। সমস্ত জগৎ যেন নেশায় বিভোর হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। মনে হইল সব শূন্য, মায়া,—একটা বিরাট দুঃস্বপ্ন মাত্র,—একটা প্রহেলিকা মাত্র,—একটা বিস্তীর্ণ উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে মরীচিকার ধাঁধা মাত্র। প্রাণে দারুণ নৈরাশ্য লইয়া বাড়ী ফিরিলাম, "Knowcledge is the fruit of that forbidden tree." তখন হঠাৎ মনে এক নূতন কল্পনা জাগিয়া উঠিল। মনে করিলাম, আর সত্যের সন্ধানে বৃথা শক্তিক্ষয় করিব না। যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিব পরের সেবায়

আত্মনিয়োগ করিব। স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়িতে পড়িতে সেখানেও এই ত্যাগ ও সেবার আদর্শ দেখিতে পাইলাম। তাহাতে প্রাণে শান্তি আসিল। তিনি বলিতেছেন, "যে ধর্ম্ম বা যে ঈশ্বব বিধবার অশ্রুমোচন মথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুকুরা রুটি দিতে না পারে, আমি সে ধর্ম্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।" "আমি যেন লক্ষ বার জন্মগ্রহণ কবি আর লক্ষ বাব যেন দবিদ্ররূপী, দুষ্টরূপী, দুঃখীরূপী নরনাবাযণের সেবা করিতে পারি; ইহাই আমাব সাধনাব ভিত্তি, আমি ভক্তি মুক্তির অপেক্ষা রাখি না। আমি লক্ষ নরকে যাব, বসন্তের ন্যায় লোকের হিত আচবণ করিতে কবিতে।"

মনে তৃপ্তি পাইলাম বটে, কিন্তু ভাবিলাম কিরূপে আমি এই আদর্শ নিজের জীবনে উপলব্ধি করিব, এই বিশাল বিশ্বে আমি ক্ষুদ্র পরমাণু, আমাব দ্বাবা পৃথিবীর কি উপকার হইতে পারে? আব সেই উপকার কি স্থাযী হইবে? সংসারে মানবের দুঃখের কি সীমা আছে? প্রকৃত মঙ্গল যে কিসে হইবে তাহাও তো বুঝিতে পারি না; মঙ্গল ও অমঙ্গল যে পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি হাজার চেষ্টা করিযাও কি অপরের দুঃখ দূর কবিতে সক্ষম হইব? মানবের দুঃখ দূর হউক বা না হউক আত্মতৃপ্তি তো হইবে, ঈশ্বর স্বীকার না কবিযাও বুদ্ধদেব বিশ্ব-মানবের হিতের জন্য যে কর্ম্ম করিয়া গিযাছেন জগতে তাহার তুলনা আছে কি? "Service of man is the service of God" এই আদর্শ মনে রাখিযা কার্য্য করিলে যাহা

কিছু শান্তি পাওয়া যায়, ইহাই বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম স্থির করিলাম।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

বিবেকানন্দ।

সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১৬	সৌন্দর্য	সৌন্দর্য্য
১০	৪	আর্থে	অর্থে
১০	১৫	চন্দ্রলোকে	চন্দ্রলোকে সম্ভবতঃ
১১	৩	নিয়ব	নিয়ম
১১	৫	বিশৃঙ্খলা	বিশৃঙ্খলা
১৯	১৬	Tennysion	Tennyson,
২১	১৩	প্রতিবোধ	প্রতিরোধ করিতে
২৯	১৫	গীতায়	শাস্ত্রে
২৯	১৫	হৃষিকেশ	হৃষীকেশ
২৩	২২	আশ্চর্যের	আশ্চর্য্যের
৩১	১০	Dr. Tagore's	D. N Tagore's
৩২	৯	সূর্য	সূর্য্য
৩৩	৭	অবে	অবে !
৪৯	২২	অবস্থা বা	অবস্থা বা গুণের
৫০	২২	সুযোগে	সুযোগের
৫২	২২	হৃষিবেশ	হৃষীকেশ
৫৬	১১	answerd	answered
৫৭	৩	খণ্ডণ	খণ্ডন
৬২	৩	অনেক।	অনেক।"
৭৬	৮	নৈসগিক	নৈসর্গিক
৮৪	১২	মাস্থষ	মানুষ

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৪	১৬	ফিরিয়া দিয়া	দিয়া
৮৬	১	বিজ্ঞতার	বিজ্ঞাতার
৮৭	১২	স্বতঃপ্রমানিত	স্বতঃপ্রমাণিত
৮৭	২২	অনন্ত	অখণ্ড
৮৮	১	তুলণীয়	তুলনীয়
৮৮	৬	Co-ordinations	co-ordinations
৮৮	১৪	Variation	variation
৮৯	১৭	Lotz	Lotze

☞ ৮৭ পৃষ্ঠায় নবম ছত্রে "খুঁজিয়া পাই না।" ইহার পর পড়িতে হইবে—"এই যে বাহ্য জগৎ, ইহা দর্পণে প্রতিফলিত আমার প্রতিবিম্বের ন্যায় অলীক।

"সত্যের সন্ধান" সম্বন্ধে

কতিপয় অভিমত।

১। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় বলেন :—আপনার "সত্যের সন্ধান" পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। উহাতে অনেক বড় বড় সমস্যার আলোচনা আছে—দুই পক্ষেরই কথা বলা হইয়াছে। এবং এই সকল সমস্যা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষীদিগের মতামত ও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের দ্বারা অনেকের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠিতে পারে—চিন্তার উদ্রেক করিতে পারে। * * *

* * আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, "প্রতিভা" সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার, এম্, এ, পি, আর, এস্, পি এইচ, ডি, মহোদয় বলেন :—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'সত্যের সন্ধান' পুস্তকখানা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। * * *

* * * * *

গ্রন্থকার সুন্দর ও সবল ভাষায় তাঁহার যুক্তিগুলি উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত আলোচনাগুলি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। গ্রন্থকারের সহিত সকলের মতের ঐক্য না হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে ভাবে সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ ও পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাহাতে যথেষ্ট ভাবিবার বিষয় রহিয়াছে। আশা করি পুস্তকখানি পাঠে অনেকেরই হৃদয়ে স্বাধীন চিন্তার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইবে।"

৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহোদয় বলেন :—

"শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত "সত্যের সন্ধান" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দ পাইলাম। * * * যোগেশ বাবুর সুন্দর ও সবল যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া যদি কেহ মামুলি অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন আবিলতাময় ধারণাগুলিকে স্বীয় স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত যুক্তিস্রোত দ্বারা বিধৌত করিয়া জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া লইতে পারে, তবেই এই শ্রেণীর পুস্তক প্রণয়ন সার্থক হইবে। চিন্তাশক্তি মানুষের একটা পরম সম্পত্তি, কিন্তু সাধারণতঃ ইহার সম্যক ব্যবহারে আমরা কুণ্ঠিত। মামুলি প্রথা ও মতগুলি আমরা সহজেই মানিয়া লই। যোগেশ বাবুর এই নির্ভীক ও স্বাধীন আলোচনাপূর্ণ পুস্তক পাঠে কাহারও মন যদি এই সব প্রশ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া উঠে তাহা হইলেই লেখকের প্রয়াস সফল হইল মনে করিতে হইবে। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর পুস্তক আজকাল বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। * *

৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল মহোদয় বলেন :—

"শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণীত "সত্যের সন্ধান" নামক গ্রন্থখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি।

* * * * *

প্রধানতঃ তাঁহার আলোচ্য বিষয় ধর্ম্মনীতি এবং দর্শন। এই সকল গভীর স্তরের আলোচনায় তিনি যথেষ্ট সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন; তাঁহার প্রচুর অধ্যয়নের যে পরিচয় ইহার ভিতর পাওয়া যায় তাহাও প্রশংসার যোগ্য। গৃহীত অভিমতকেই সত্য বলিয়া

গ্রহণ না করিয়া তিনি সত্যসত্যই সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন। এ অনুসন্ধানে অন্যে যতটুকু সাফল্য সাধারণতঃ লাভ করিয়া থাকে, তার চেয়ে বেশী তিনি পাইয়াছেন কি না, জানি না, কিন্তু এ সব অনুসন্ধানের মূল্য ত উপনীত সিদ্ধান্তে নয়, প্রচেষ্টার ভিতরেই তাহাকে খুঁজিতে হয়। যোগেশবাবু যে সত্যকে উপলব্ধি করিতে ভয় পান নাই, ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট সুখ্যাতি।

মোটের উপর গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া খুসী হইয়াছি।"

৫। ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউসনের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহোদয় বলেন:—

"আপনার স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার সাহস আছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। শিক্ষিত সমাজে আপনার পুস্তকখানি গৃহীত হইবে এইরূপ ভরসা করি।"

৬। শ্রীযুক্ত ত্রিপুরা শঙ্কর সেন শাস্ত্রী এম্, এ মহোদয় বলেন:—

"আপনার গ্রন্থখানি বাংলার দর্শন সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আপনি চিন্তারাজ্যে এক নূতন ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়া যে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। আপনি অজ্ঞেয়বাদের (Agnosticism) সহিত নিয়তিবাদের (Fatalism, Necessitarianism) যে সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বাংলা সাহিত্যে এই নূতন। আপনার "আস্তিক ও নাস্তিক" এর তর্কের ভিতরে উভয় পক্ষের যুক্তিই সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। আপনার সহিত আমার সম্পূর্ণ ঐকমত্য না থাকিলেও, আপনি যেরূপ স্বাধীনভাবে জটিল সমস্যা সমূহের সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে আপনার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

৭। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা বি এল, মহোদয় বলেন :—

"শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "সত্যের সন্ধান" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। এ শ্রেণীর পুস্তক বর্ত্তমান যুগে একান্ত বিরল। গ্রন্থকার গভীর দার্শনিক তত্ত্বগুলি অতি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সুন্দররূপে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে পড়িবার ও ভাবিবার অনেক কথাই আছে।"

৮। মুন্সেফ্ শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত মহোদয় বলেন :—আপনার গভীর চিন্তাপ্রসূত গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিয়া আমি আপনাকে আপনার অধ্যবসায় ও গবেষণার জন্য ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আপনার গ্রন্থ অধ্যয়নে বহুলোক উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই।